অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়

তথ্য অধিকার আইন

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

FOJO: MEDIA INSTITUTE
Linnæus University

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০১৯

বাংলাদেশে মুদ্রিত

অলংকরণ ও মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ISBN 978-984-34-6991-5

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

প্রসঙ্গ-কথা ৭

প্রথম অধ্যায় ৯

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ৯

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী ১০

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহ ১২

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ২৩

তথ্য অধিকার আইন কী ২৪

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ২৫

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সাংবাদিকদের করণীয় ২৭

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা ৩২

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সাংবাদিকদের জন্য পরামর্শ ৪০

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সাংবাদিকদের বাধা ৫০

তৃতীয় অধ্যায় ৫৩

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিপরীতে রক্ষাকবচ তথ্য অধিকার আইন ৫৩

চতুর্থ অধ্যায় ৫৯

ডেটা সাংবাদিকতা ও তথ্য অধিকার আইন ৫৯

তথ্যসূত্র ৬৭

সংযোজনী ৭১

সংযোজনী-১ ৭১

সংযোজনী-২ ৭৪

সংযোজনী-৩ ৭৭

সংযোজনী-৪ ৭৮

সংযোজনী-৫ ৭৯

সংযোজনী-৬ ৮০

সংযোজনী-৭ ৮১

সংযোজনী-৮ ৮২

সংযোজনী-৯ ৮৩

ভূমিকা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য এবং নথিপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো সাংবাদিকই তার প্রতিবেদনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রমাণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট নথি খোঁজেন এবং ব্যবহার করেন। যুগ যুগ ধরে এটিই চলে আসছে। এক সময় এ ধরনের তথ্য পেতে সাংবাদিকদের শুধু ব্যক্তিগত সোর্সের ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু এখন অনেক তথ্য, নথি বা দলিল অনলাইনে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি-বেসরকারি দফতর থেকে তথ্য সংগ্রহের আরেকটি বড় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে তথ্য অধিকার আইন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন যাত্রা শুরু করে ২০০৯ সালে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এটি তৈরি হয়। যতটা আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল, গত এক দশকে এই আইনের ব্যবহার ততটা লক্ষ্য করা যায়নি। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সুশীল সমাজ এমনকি সাংবাদিকদের মধ্যেও এই বিষয়ে উল্লেখ করার মত আগ্রহ তৈরি হয়নি।

গোটা বিশ্বেই নথিপত্র বা প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সাংবাদিকরা হরহামেশাই এর সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকের সংখ্যা হাতে গোনা। মূলত তথ্য পেতে সময় লাগা, নথিপত্রের জন্য ব্যক্তিগত সোর্সের ওপর নির্ভরশীলতা, দ্রুত সংবাদ প্রকাশে বার্তাকক্ষের চাপ, আবেদনে অনীহা - এমন নানাবিধ কারণে সাংবাদিকরা এই আইন ব্যবহারে আগ্রহী হন না।

এমন পরিস্থিতিতে ইমপ্রুভিং কোয়ালিটেটিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে একটি সহায়ক বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয় ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) এবং সুইডেনভিত্তিক ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট। এরই অংশ হিসেবে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' বইটি প্রকাশিত হলো।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী, এখানে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে কাজে আসতে পারে, সাংবাদিকরা কীভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইবেন, না পেলে কী করবেন, তথ্য পেতে সর্বোচ্চ কত সময় লাগতে পারে - এমন প্রায়োগিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। প্রচলিত আইনে যেখানে তথ্য পাওয়া কঠিন, সেখানে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সাংবাদিকদের জন্য বড় রক্ষাকবচ, তা-ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশদভাবে। ডেটাভিত্তিক সাংবাদিকতায় এর ব্যবহারও উঠে এসেছে স্বল্প পরিসরে।

এই বইটিতে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অনেক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে প্রথম আলোর সাভার প্রতিনিধি অরূপ রায় ও দৈনিক মানবকণ্ঠের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি হিমেল চাকমা, যশোরের গ্রামের কাগজের এস এম আরিফের অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় করে এই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বইয়ের বিষয়ভিত্তিক পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করেছেন তথ্য কমিশনের সম্মানিত কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ বার্তা সম্পাদক কুররাতুল-আইন-তাহমিনা। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া বইটি প্রকাশের সঙ্গে জড়িত এমআরডিআই-এর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পঠন ও চর্চাকে আরও গতিশীল করে তুলতে এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

প্রসঙ্গ-কথা

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণের ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটে। কারণ এই আইনের সাহায্যে তারা সরকার ও প্রশাসনকে জবাবদিহির মুখোমুখি করতে পারে। এই আইনের প্রয়োগ করতে পারেন দেশের যেকোনো নাগরিক। বর্তমানে বিশ্বের ১১৮টি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর আছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার কারণে আইনটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী আইনটি এখন সাংবাদিকদের কাছে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার ও সূত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের দেশে সাংবাদিকরাও এই আইন ব্যবহার করছেন। তবে সে হার যে খুব বেশি তা বলা যাবে না। কিন্তু যারা আইনটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করছেন তারা বেশ সাফল্য পাচ্ছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী যেসব সাংবাদিক তাদের পেশাগত কাজে তথ্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, তথ্য অধিকার আইন অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এই বাস্তবতাকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই এই বইয়ের প্রথম প্রয়াস।

সাংবাদিকতার ভূমিকা ও মৌলিক উদ্দেশ্য এক হলেও এর ধরন পাল্টেছে। এক শতক আগে থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার হাতিয়ার মূলত সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও নথিপত্র। পরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষে ইন্টারনেট হাতিয়ারের তালিকায় যুক্ত হয়। এই বইয়ে তথ্য অধিকার আইনকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার টুলস বা হাতিয়ার হিসেবে যুক্ত করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রক্রিয়াটিকে একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। এর জন্য দরকার ধৈর্য এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। ফার্সি একটা প্রবাদ আছে, দের আয়েদ দুরুস্ত আয়েদ (যা দেরিতে আসে তা সাজানো-গোছানো হয়েই আসে)। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকার আশঙ্কা সাধারণত থাকে না। তারপরও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় বলে আমাদের দেশের

সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনীহা পোষণ করেন। আবার একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য পেতে হলে বেশ কিছু ধাপ পার করতে হয়। এসব ধাপ এবং প্রতিটি ধাপে করণীয় সম্পর্কে অনেক সময় সাংবাদিকরা ভালোভাবে জানেন না। ফলে দেখা গেছে, অনেকে তথ্যের জন্য আবেদন করেও শেষ পর্যন্ত তথ্য পান না। পরিণামে, আইনটি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মে। এই পুস্তকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধাপগুলো আলোচনা করে সেসব ধাপে কোথায় এবং কীভাবে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ পাস হওয়ার পর বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে তথ্যপ্রাপ্তি এবং স্বাধীনতা নিয়ে এক ধরনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তথ্য অধিকার আইনটি প্রয়োগের ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। এই বইয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও তথ্য অধিকার আইনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিপরীতে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য ডেটা সাংবাদিকতার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা। আধুনিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ডেটা সাংবাদিকতার বহুল ব্যবহার হচ্ছে। ডেটা সাংবাদিকতা হলো সংবাদগল্প নির্ধারণ বা সংবাদ তৈরির জন্য সাংবাদিক কর্তৃক সফটওয়্যার বা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্যের সহজ ও সাবলীল উপস্থাপন। এ ধরনের সাংবাদিকতা এখন সংবাদের সূচনা থেকে শুরু করে উপস্থাপন পদ্ধতি পাল্টে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে রিপোর্টের সঙ্গে অনেক বেশি পাঠক-দর্শককে সংযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতা নিয়ে তেমন কোনো লেখালেখি হয়নি। সে অভাব কিছুটা হলেও মেটাবে এই বইটি।

এই বইটিতে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অনেক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে প্রথম আলোর সাভার প্রতিনিধি অরূপ রায়, দৈনিক মানবকণ্ঠের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি হিমেল চাকমা এবং যশোরের গ্রামের কাগজের এসএম আরিফের অভিজ্ঞতাগুলো এই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সবশেষে একটি সময়োপযোগী প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য এমআরডিআইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পঠন ও চর্চাকে আরও গতিশীল করে তুলতে এই বই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী

সাধারণভাবে সংবাদ বা প্রতিবেদনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়– সাদামাটা প্রতিবেদন ও গভীর প্রতিবেদন। সাদামাটা বা উপরিতল প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে যেতে হয় না। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই এ ধরনের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করা যায়। কিন্তু গভীর বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে সাদামাটা প্রতিবেদনের সীমানা ছাড়িয়ে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে পাঠক-দর্শককে বিস্তারিত পটভূমি ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠক-দর্শকের তথ্যক্ষুধা মেটাতে হয়। এটাই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রথম বৈশিষ্ট্য– এটি গভীর প্রতিবেদন, সাদামাটা সংবাদ নয়। এ কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী তা জানার একটি কার্যকর উপায় হলো নিত্যদিনের সাদামাটা সাংবাদিকতার সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পার্থক্যগুলো অনুধাবন করা (Tong, 2011, p. 13)। যেমন- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একটি সড়ক দুর্ঘটনা সাদামাটা সংবাদ। রিপোর্টার এ ধরনের রিপোর্টে কে বা কারা মারা গেছেন, আহত করা হয়েছেন, কীভাবে দুর্ঘটনাটি হয়েছে ইত্যাদি তুলে ধরেন। অন্যদিকে এই নিয়মিত দুর্ঘটনা কেন ঘটছে, কী কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ মারা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আছে কি না, অতীতে এই মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি না যেগুলো এখন আর কার্যকর নেই ইত্যাদি তথ্যের সমন্বয়ে যখন ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে রিপোর্ট করেন তখন সেটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়।

সাংবাদিকরা প্রতিদিন বিট বা অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে গিয়ে যেসব রিপোর্ট করে থাকেন সেগুলো অনুসন্ধানী রিপোর্ট নয়। দু-চারজনের সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, ঘটনাস্থল পরিদর্শন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যের সমন্বয়ে এ ধরনের রিপোর্ট করা হয়। কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে আমরা ভালো রিপোর্ট পেয়ে থাকি। কিন্তু এগুলোকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলা যায় না। কারণ এসব রিপোর্টে ঘটনার গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করা হয় না। নিত্যদিনের সাদামাটা প্রতিবেদনের সাথে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পার্থক্য কতটা সূক্ষ্ম ও গভীর তা বোঝানোর জন্য Burgh তাঁর বইতে Sunday Times এর ইনসাইট এডিটর Jonathan Calvert-এর একটি মন্তব্য তুলে ধরেছেন। মন্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম করা গেলে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে–

Some stories you make five calls on, some twenty. When you are making a hundred, that's investigative journalism. The story may land in your lap - it's the substantiation that makes it an investigative story, because when you realise people are lying to you, blocking you, then you have to find different ways of getting hold of the information and it can take a lot longer (Burgh, 2008).

উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ বিভাগে এক হাজার সদস্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকার। এ ঘটনায় সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করলে সেটি

হবে সাদামাটা রিপোর্ট। কিন্তু এ নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো অনিয়ম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী ধরনের অনিয়ম হয়েছে, কারা এর সাথে জড়িত, অতীতে এ ধরনের কোনো অনিয়ম হয়েছিল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ নথিপত্র সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষ্য ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন রিপোর্ট করা হয় তখন সেটি হবে অনুসন্ধানী বা গভীর রিপোর্ট।

প্রক্রিয়ানির্ভর রিপোর্টিং হওয়ায় গবেষণা ছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একপ্রকার অসম্ভব। কারণ এখানে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে তথ্য উন্মোচন করতে হয় বলে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার দরকার হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ও সম্পাদকদের সংগঠন Investigative Reporters and Editors (IRE)–এর মতে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো পরিকল্পনামাফিক, গভীর ও মৌলিক গবেষণা এবং রিপোর্টিং যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সরকারি নথিপত্রের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা রহস্য উন্মোচন করে (Ullmann & Honeyman, 1983)।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটি এর উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত। এ ধরনের প্রতিবেদনকে অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হয়। এ কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো প্রহরী সাংবাদিকতা বা ওয়াচডগ জার্নালিজম। অনুসন্ধানী সাংবাদিককে বলা হয় জনস্বার্থের অভিভাবক। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাত্ত্বিকরা একে 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সাংবাদিকতা' (Ettema & Glasser, 1998) কিংবা 'সত্য উন্মোচনের সাংবাদিকতা' (Burgh, 2008, p. 11) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত করা। যেসব তথ্য না জানলে জনগণ বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হবে সেগুলো তুলে ধরে সে ক্ষতি থেকে বাঁচার পথ বলে দেয়া হলো এ ধরনের সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। তথ্য যখন প্রকাশ্য থাকে না, জনগণকে জানতে দেয়া হয় না তখনই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষমতাসীনরা কীভাবে আইন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে তা জনগণের সামনে পরিষ্কার করার জন্য এই ধরনের প্রতিবেদন দরকার হয়। এর মাধ্যমে ক্ষমতাবানদের ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা তথ্যগুলো জনগণের সামনে উন্মোচন করে তাদেরকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়– '*Investigative journalists 'strike through the mask' - they go beyond what is publicly proclaimed and expose the lies and hypocrisy of those who wield power.*' (Coronel, 2009, p. 14)। এখানেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। দুটোর উদ্দেশ্যই জনস্বার্থ নিশ্চিত করা, জনগণের কাছে তথ্য উন্মুক্ত করা।

এই বইয়ের মূল লক্ষ্য অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপগুলোর কোনো কোনো পর্যায়ে সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহের জন্য কীভাবে তথ্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা। তাই প্রথমেই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। তবে আমাদের আলোচনায় ওই ধাপগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে যেগুলোতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সুযোগ আছে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহ

পরিকল্পনা ছাড়া সাংবাদিকতা করা যায় না। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য দরকার গভীর পরিকল্পনা। এটি কোনো ঘটনানির্ভর নয়, বরং একটি প্রক্রিয়ানির্ভর সাংবাদিকতা। এ ধরনের সাংবাদিকতায় একজন রিপোর্টারকে অনেকগুলো ধাপ পার করতে হয়। রাতারাতি কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সচরাচর সম্ভব নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরকারি কৌশলগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্তরগুলো পার করলেই রিপোর্টারের পক্ষে লুকিয়ে রাখা তথ্য বের করে আনা সম্ভব হয়। এখানে আবেগ নয়, বরং তথ্য– যাচাইকৃত নির্ভুল গোপন তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। যেকোনো বিষয়ে ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্টের পুরো প্রক্রিয়াকে মোটা দাগে ১০টি ধাপে ভাগ করা যায়। একজন রিপোর্টারকে এ ধাপগুলো অনুসরণ করতেই হয়। এ কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে প্রক্রিয়ানির্ভর সাংবাদিকতা বলা হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, রিপোর্টার ঘটা করে এসব ধাপ অনুসরণ করেন না। এগুলো তার চর্চার মধ্যে দিয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়। এ ধাপগুলো তার কাজকে অনেক বেশি সুষ্ঠু ও গতিশীল করে তোলে।

প্রথম ধাপ : ধারণা

আইডিয়া বা ধারণা থেকে শুরু হয় একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টের যাত্রা। একজন রিপোর্টার চোখ-কান খোলা রাখলে নানা সূত্র থেকে তিনি রিপোর্টের ধারণা বা আইডিয়া পেতে পারেন। আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কোনো টিপস, পুরাতন সোর্সের দেয়া কোনো ক্লু, নিয়মিত পাঠাভ্যাস, ওয়েবে অনুসন্ধান, সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদন, প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ব্রেকিং নিউজের ফলোআপ ইত্যাদি নানা দিক থেকে একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী রিপোর্টের ধারণা পেতে পারেন। কোনো আইডিয়া বা ধারণাই সাংবাদিকের জন্য ফেলনা হতে পারে না। এক্ষেত্রে ভালো পদ্ধতি হলো 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই' নীতি অবলম্বন করা। ধরুন, আপনার কোনো বন্ধু পাসপোর্ট করেছে দালালকে ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে কিংবা আপনি নিজে সরকারি কোনো হাসপাতালে গিয়ে বিনামূল্যে যেসব ওষুধ পাওয়ার কথা সেগুলো পাননি এমন ধারণা থেকে আপনি গভীর অনুসন্ধানে নামতে পারেন।

দ্বিতীয় ধাপ : সম্ভাব্যতা যাচাই ও অনুমিতি/প্রশ্ন নির্ধারণ

কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা ইঙ্গিত পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেদক রিপোর্টের আদ্যোপান্ত পেয়ে গেছেন। এই ধারণা বা ইঙ্গিত থেকে একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে মাঠে নেমে যেতে পারেন না। অবশ্যই তাকে ধারণাটির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। এই সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া রিপোর্টার আদৌ এ রিপোর্টটি করবেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। ভালো রিপোর্টাররা এ পর্যায়ে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কিছু হাইপোথেসিস বা অনুমিতি কিংবা কিছু প্রশ্ন দাঁড় করান। এই অনুমিতি বা প্রশ্নগুলো অনুসন্ধানী রিপোর্টটির ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

অনুমিতি বা প্রশ্ন নির্ধারণের ভিত্তি হলো পটভূমি গবেষণা। এখানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এর আগে কী ধরনের কাজ হয়েছে। তার ভিত্তিতে প্রতিবেদককে খবরের নতুন আঙ্গিক খুঁজে বের করতে হবে।

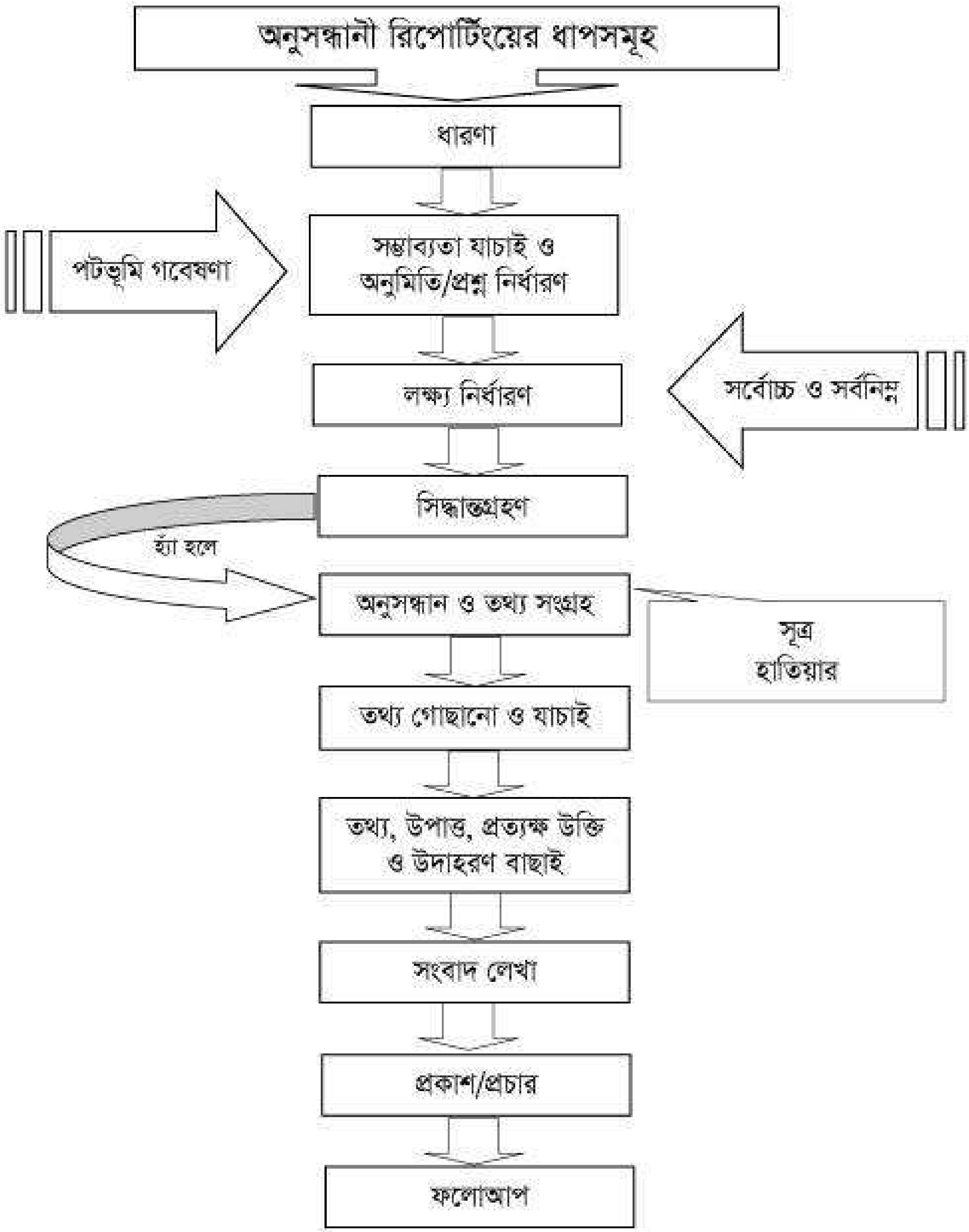

মনে রাখতে হবে, প্রক্রিয়ানির্ভর রিপোর্টিং হওয়ায় গবেষণা ছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একপ্রকার অসম্ভব। কারণ এখানে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে তথ্য উন্মোচন করতে হয় বলে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার দরকার হয়। কোনো অজানা বিষয় খুঁজে বের করতে নানা সূত্র ও হাতিয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হলো গবেষণা। দেখা যাচ্ছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রকৃতির সঙ্গে গবেষণার বৈশিষ্ট্যের একটি সহজাত মিল আছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাংবাদিকতাও বলা যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো এমন ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা যেখানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়।

অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অনুমিতি বা প্রশ্নগুলো দাঁড় করাতে হয়। যেমন—কী হয়েছে?, কে বা কারা এর জন্য দায়ী?, আদৌ কোনো অনিয়ম/দুর্নীতি হয়েছে কিনা?, কীভাবে হয়েছে?, এর ফল ভোগকারী কারা?, ভুক্তভোগী কারা?, কত সংখ্যক মানুষকে এর জন্য ভুগতে হচ্ছে বা বিষয়টির গুরুত্ব কতখানি? ইত্যাদি প্রশ্ন রিপোর্টার এ পর্যায়ে নির্ধারণ করতে পারেন। এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ ও ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর যখন রিপোর্টার পাবেন তখন তিনি বুঝতে পারবেন সিস্টেমের মধ্যে গলদটা কোথায়।

তৃতীয় ধাপ : লক্ষ্য নির্ধারণ—সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন

কোনো বিষয়ে ধারণা পাওয়ার সময় মনে হতে পারে অনেক বড় কোনো রিপোর্ট করা সম্ভব হবে। সেটি সম্ভব হয় যদি প্রয়োজনীয় সব তথ্য জোগাড় করা যায়। কিন্তু অনেক সময় রিপোর্টারের পক্ষে নানা বাধার কারণে সময়মতো সব তথ্য জোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে রিপোর্টার ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছেন বিষয়টিতে কোনো না কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে এবং এটি জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। এ পর্যায়ে কাজের সুবিধার্থে রিপোর্টারের দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাখা ভালো—সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সংবাদ নির্ধারণ। সর্বোচ্চ সংবাদ হলো প্রতিবেদকের সাফল্যের সর্বোচ্চ অর্জন। রিপোর্টার সবসময় এ লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। এটি অর্জন করতে পারাই তার সবচেয়ে বড় অর্জন। এখানে ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের তথ্য তিনি পান। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেন কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে, কেন ঘটেছে আর কারা ঘটিয়েছে। কিন্তু সবসময় এত অর্জন রিপোর্টারের হয় না। সেক্ষেত্রে রিপোর্টারকে সর্বনিম্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাখতে হয়। এখানে রিপোর্টার সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না, ঘটনা বা বিষয়ের পুরো প্রক্রিয়া বা অংশ প্রমাণ করতে পারেন না। তবে তিনি মূল কিছু জিনিস সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেন যার মাধ্যমে একটি রিপোর্ট করা যায়। ধরুন, আপনার কাছে একটি ভিডিও ক্লিপ আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছেন। আপনি ভিডিও ক্লিপের সূত্র ধরে অনুসন্ধানে নামলেন। কিন্তু কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারলেন না এ অর্থ ঘুষের টাকা। কিন্তু এই অনুসন্ধানে আপনি বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন। যেমন, মন্ত্রীর গত নির্বাচনের সময় জমা দেয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব, মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর তার অর্জিত সম্পত্তির হিসাব ইত্যাদি। এসব তথ্যের মধ্যে আপনি দেখলেন মন্ত্রী হওয়ার পর

তিনি এমন কিছু সম্পত্তি অর্জন করেছেন যেগুলোর সম্পদের উৎস অজ্ঞাত। এসব তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করা যায়।

চতুর্থ ধাপ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এ ধাপে প্রথমে রিপোর্টার নিজে, তারপর অফিসকে জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় অনুসন্ধানের জন্য রিপোর্টার মাঠে নামবেন কিনা। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং একটি দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। আবার সম্ভাব্য ঘটনা বা বিষয়ের সাথে জড়িত এমন কোনো ব্যক্তি বা ইস্যু থাকতে পারে যা/যাকে ঘিরে রিপোর্টার ও সংবাদ মাধ্যমের 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' থাকতে পারে। তাছাড়া রিপোর্টার যদি নিজে সম্ভাব্য বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে উৎসাহ না পান সেক্ষেত্রে কখনোই ভালো একটি রিপোর্ট করা সম্ভব নয়। আবার রিপোর্টটি করা যাবে কিনা বা এটি আদৌ ছাপা/প্রচার হবে কিনা সে বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের অনুমতির দরকার হয়।

পঞ্চম ধাপ : অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটি বৃহত্তর গবেষণার স্তর। এখানে রিপোর্টার তার অনুমিতি বা প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে একেক করে তথ্য সংগ্রহ করেন, সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই রিপোর্টারকে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সোর্স ম্যাপ বা সূত্র তালিকা তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সূত্রের জন্য তিনি কোনো ধরনের হাতিয়ার বা টুলস ব্যবহার করবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে হয় (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার টুলস বা হাতিয়ারগুলো নিয়ে এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এ ধাপে রিপোর্টরকে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার বা টুলগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হয়। এ স্তরে রিপোর্টার যতটা সফল হবেন ততই তার কাছে তথ্য আসবে।

ষষ্ঠ ধাপ : তথ্য গোছানো, বিশ্লেষণ ও যাচাই

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একটি দীর্ঘমেয়াদি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। দিন, সপ্তাহ, মাস এমনকি বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে একজন রিপোর্টার প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু এসব তথ্য যদি গোছানো না থাকে তাহলে প্রতিবেদন লেখার সময় রিপোর্টার খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। রিপোর্টারদের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস হলো তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যগুলো নোটপ্যাডে টুকে নেয়া। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় অসাবধানতাবশত পুরাতন নোটপ্যাডটি হারিয়ে যেতে পারে অথবা পরে খুঁজে না পাওয়া যেতে পারে। আবার অনেক সময় নোট নেয়ার সময় দ্রুতগতিতে এমনভাবে লিখেছেন যে পরে নিজের লেখা নিজেই বুঝতে পারছেন না। ফলে প্রতিবেদন লেখার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্যের জন্য আবারও সূত্রের কাছে দৌড়ঝাঁপ করতে হতে পারে। সে কারণে সংগৃহীত তথ্যগুলো একটি কাঠামোর মধ্যে আনা এবং অনুমিতির ভিত্তিতে এসব তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিজের কম্পিউটারে নিজের জন্য উপযুক্ত হয় এমনভাবে রিপোর্টার ফাইল তৈরি করতে পারেন। কেউ এমএসওয়ার্ডে ঘটনা/বিষয় কিংবা সংগ্রহের তারিখ অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যগুলো লিখে আলাদা আলাদা ফাইলে রাখতে

পারেন। কেউ স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে পারেন। আপনি নিজে যে পদ্ধতি জানেন এবং যেটিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সে পদ্ধতিতে তথ্যগুলো সংগঠিত করুন।

সংগৃহীত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে প্রতিবেদন লেখার আগে রিপোর্টারকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও যাচাই করতে হয়। মনে রাখতে হবে, রিপোর্টার এতদূর এসেছেন তার অনুমিতি বা প্রশ্নগুলোর ওপর ভর করে। ফলে আবারও স্মরণ করুন, আপনার অনুমিতি বা প্রশ্নগুলোকে; নিজেকেই প্রশ্ন করুন– আপনি যা জানতে চেয়েছেন এমন সব প্রশ্নের উত্তর কি আপনার সংগৃহীত তথ্যগুলোতে আছে? আপনি যে অনুমিতি দাঁড় করিয়েছিলেন আপনার সংগৃহীত তথ্যগুলো কি সে অনুমিতিকে প্রমাণ করে? আপনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা দিয়ে অভিযোগগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রমাণ করা সম্ভব? যদি না হয়, তাহলে এমন কোনো তথ্য আছে কিনা যেটি আরও যাচাই করতে হবে? এমন কোনো প্রশ্ন আছে যেটির উত্তর দেয়ার জন্য তথ্য পাননি? যদি থাকে, তাহলে আপনাকে লিখতে বসার আগেই সেসব তথ্য নতুন করে যাচাই করতে হবে বা তথ্য জোগাড় করতে হবে।

সপ্তম ধাপ : তথ্য, উপাত্ত, প্রত্যক্ষ উক্তি ও উদাহরণ বাছাই

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে একজন রিপোর্টার অনেক তথ্য, উপাত্ত ও মন্তব্য সংগ্রহ করেন। অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলেন, সংগ্রহ করেন প্রচুর নথিপত্র। অনেক দিন একটি বিষয়ে কাজ করার কারণে রিপোর্টারের সাথে বিষয়টির এক ধরনের সংস্পর্শতা তৈরি হয়। ফলে অনেক সময় রিপোর্টার সংগৃহীত সব তথ্য—উপাত্ত এবং মন্তব্য তুলে ধরতে চান। এমন হলে রিপোর্টটি বা রিপোর্টগুলো ভারী হয়ে যেতে পারে। এজন্য রিপোর্টারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহারযোগ্য তথ্য, উপাত্ত, প্রত্যক্ত উক্তি ও উদাহরণগুলো বাছাই করতে হয়। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে রিপোর্টের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যাচাইকৃত তথ্যগুলো সবার আগে বেছে নিতে হবে। এসব তথ্য ও উপাত্ত এমনভাবে বাছাই করতে হবে যাতে খবরের বিষয়বস্তু পাঠক/দর্শকের সামনে স্বচ্ছ হয়ে উঠে।

অষ্টম ধাপ : সংবাদ লেখা

প্রতিবেদন প্রকাশ/প্রচারের আগে এটি শেষ ধাপ। এ পর্যায়ে রিপোর্টার প্রতিবেদন লিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। সংগৃহীত যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সহজবোধ্যভাবে রিপোর্ট লিখতে হয়। এখানে ব্যবহারযোগ্য তথ্যগুলো সাজিয়ে ফেলতে হবে। এরপর ঠিক করে নিতে হবে কোনো কাঠামোতে সংবাদটি লেখা হবে। লেখার শুরুতেই রিপোর্টারকে ঠিক করে ফেলতে হবে তিনি কী বলতে চান। চিন্তার স্বচ্ছতা লেখার আগে জরুরি। কারণ চিন্তার স্বচ্ছতা না থাকলে সহজ ও সাবলীলভাবে লেখা সম্ভব নয়। এই রূপরেখা বা স্টোরিবোর্ড তৈরির সময় সংবাদগল্পের মূল চরিত্রগুলো যাতে বাদ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সংবাদের কাঠামোর ক্ষেত্রে সংবাদটির দৈর্ঘ্য, সূচনা ও ছবির ব্যবহার কেমন হবে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা থাকা দরকার।

নবম ধাপ : প্রকাশ/প্রচার

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পাদনার টেবিল ঘুরে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আইনি ও নৈতিকতার বিষয়গুলো পরখ করে প্রকাশ/প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দশম ধাপ : অনুগামী (ফলোআপ) প্রতিবেদন

একটি ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট কোনো একক রিপোর্টে শেষ হয় না। এটি নতুন অনুসন্ধানের দরজা খুলে দেয়। একটি ভালো রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর একদিকে যেমন পাঠক/দর্শকের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তেমনি অন্যদিকে একই বিষয় বা ঘটনায় ভুক্তভোগী আরও তথ্য জানা যেতে পারে। আসতে পারে নতুন নতুন তথ্য। রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচি হাতে নিতে পারেন। এ ধরনের বিষয়ে রিপোর্টার নতুন করে মাঠে নামতে পারেন, করতে পারেন ফলোআপ রিপোর্ট।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় রিপোর্টারকে তার অনুমিতি বা প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জোগাড় করতে হয়। এজন্য তাকে খুঁজে বের করতে হয় তথ্যের উৎস। সুনির্দিষ্ট তথ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট উৎস থেকে তথ্য বের করে আনতে টুলস বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়। মানুষের জ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষে কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার টুলস বা হাতিয়ারের সংখ্যা বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রগতিশীল যুগে মাকরেকিং রিপোর্টিংয়ের (Feldstein, 2006) মাধ্যমে দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করা হতো। মাকরেকার ছিল লেখক জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' বইয়ে বর্ণিত দুষ্ট চরিত্রের মানুষ। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট এক বক্তৃতায় সাংবাদিকদের ব্যাপারে রাগ প্রকাশ করে তাদের মাকরেকার বলে ডেকেছিলেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের মাকরেকার বলা হতো রূপক অর্থে; কারণ তারা সমাজের ময়লা, আবর্জনা সরানোর কাজ করতেন। ১৯০৪ সালে লেখক লিংকন স্টেফেন্সের 'দি শেম অব দ্য সিটিস' বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ ধারার সাংবাদিকতার শুরু হয়েছিল। এ যুগে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার ছিল মূলত সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও নথিপত্র। পরবর্তীতে তার সাথে যুক্ত হয় ইন্টারনেট ও জরিপ। সে হিসেবে গত শতাব্দীর শেষ দিকে এসে বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা পাঁচটি হাতিয়ার ব্যবহার করতেন (ফেরদৌস, চৌধুরী ও হক, ২০১৫, পৃ-১০২)। সেগুলো হলো– ১) ইন্টারনেট, ২) নথিপত্র, ৩) সাক্ষাৎকার, ৪) পর্যবেক্ষণ এবং ৫) জরিপ। কিন্তু গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আইনটি বিশ্বের অনেক দেশে কার্যকর হওয়ার পর সাংবাদিকরা তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহের জন্য একে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ইতিমধ্যে দেখা গেছে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সাড়া জাগানো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব। সে কারণে বর্তমান সময়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার হলো ছয়টি, যেখানে নতুন সংযোজন হলো তথ্য অধিকার আইন। এখানে একটি বিষয় বলা যেতে পারে, সাংবাদিকতায়

উৎস/সূত্র এবং হাতিয়ারকে অনেক ক্ষেত্রে এক করে দেখা হয়। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে অনেকেই মনে করেন, এ দুটিকে আলাদাকে করে তুলে ধরা যায়।

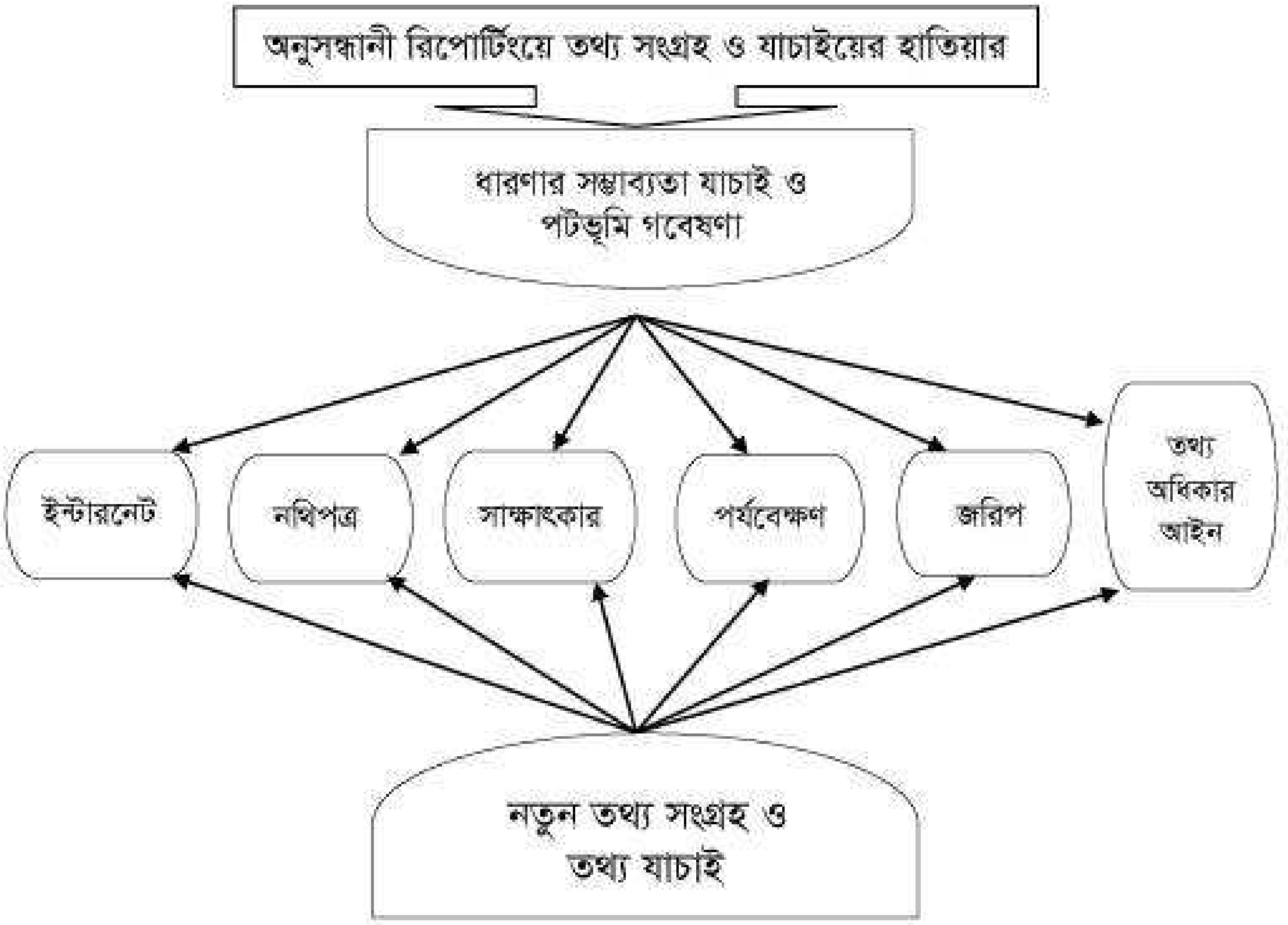

মনে রাখতে হবে, কোনো একক সূত্র কিংবা একটি হাতিয়ার দিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা সম্ভব নয়—'*Reporting based on a single source cannot be considered investigative.*' (Coronel, 2009, p. 14)। যেমন– শুধু সাক্ষাৎকার বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাদামাটা রিপোর্ট তৈরি করা যায়। 'তিনি বলেন', 'তিনি আরও বলেন'- এভাবে প্রতিদিন শত রিপোর্ট প্রকাশ বা প্রচার হচ্ছে। এগুলোর বেশিরভাগ একক সূত্রনির্ভর। আবার এ হাতিয়ারগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধরুন, কোনো তথ্য আপনি ইন্টারনেট থেকে পেলেন, সেটি যাচাইয়ের জন্য আপনি মানবীয় সূত্র বা সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিতে পারেন। আবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো রিপোর্টার কোনো তথ্য পেতে পারেন, নথিপত্র কিংবা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের সত্যতা যাচাই করতে পারেন। কিন্তু কোনো তথ্যের জন্য কখন ও কীভাবে কোন হাতিয়ারটি ব্যবহার করবেন সে সিদ্ধান্ত রিপোর্টারকে নিতে হয়। তিনি যতটা দক্ষতার সঙ্গে এসব হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারবেন ততটাই সফলতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

ইন্টারনেট

বর্তমান যুগের সাংবাদিকতা হলো কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিং বা জার্নালিজম (Fleur, 1997, p. 73)| গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের সাহায্য ছাড়া রিপোর্টিং করার কথা ভাবাই যায় না। ইন্টারনেট এখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য একদিকে যেমন বড় একটি হাতিয়ার তেমনি অন্যদিকে তথ্যের উৎস বা সূত্র—'*The Internet has emerged as a prime research and reporting tool and is now often the first stop in a journalistic investigation.*' (Coronel, 2009, p. 65)। পটভূমি গবেষণা ও ধারণার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় বেশি। যেকোনো ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রতিবেদক সহজেই ইতিমধ্যে তার বিষয়-সংশ্লিষ্ট যেসব কাজ হয়েছে সেগুলোর খোঁজ পেতে পারেন। আবার তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও ইন্টারনেটের জুড়ি মেলা ভার। ধরুন, আপনাকে কোনো একজন সোর্স এমন একটি তথ্য দিয়েছে যা সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বোঝা সম্ভব নয় এবং এটি বোঝার জন্য কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে সোর্স যে তথ্যটি দিয়েছে সেটি যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনেট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো গবেষণা নিবন্ধের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

নথিপত্র

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং অনিয়ম-দুর্নীতির কথা তুলে ধরে, অব্যবস্থাপনা-অচলায়তনের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। তাই নিয়ম বা ব্যবস্থাপনার কথা যেখানে লেখা থাকে সেই দলিল জোগাড় করতে হয়। নিয়মের ব্যত্যয় কীভাবে হয়েছে তার প্রমাণও দালিলিকভাবে করতে হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাফল্যের সিংহভাগ নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র কতটুকু জোগাড় করা গেছে তার ওপর। সেজন্য বলা হয়, '*THE FIRST and great commandment of investigative reporting is this: get the record.*' (Williams, 1978, p. 37)। নথিপত্র বা বস্তুগত উপাত্ত হলো অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হৃৎপিণ্ড। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ছাড়া রিপোর্টারের পক্ষে কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। রিপোর্টার যে অনিয়মের খবর প্রকাশ করতে চান তার প্রমাণ তুলে ধরে নথিপত্র। নথিপত্র ছাড়া তথ্যের সত্যতা যাচাই শুধু কঠিনই নয়, একপ্রকার দুঃসাধ্যও বটে। নথিপত্রের সাহায্যে সোর্সের দেয়া তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা যায়। নথিপত্র না পেলে প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ ও আইনগত দিক থেকে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। নথিপত্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। মানবীয় সূত্রের মতো চাপে পড়ে কিংবা ঘুষের বিনিময়ে বোল পাল্টে ফেলতে পারে না। Leonard M. Kantumoya বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে, '*They are not like human beings who, when they are bribed or when the heat is turned on, may change their statement and say you misquoted them. The point about documents, however, is that they do not, by themselves, tell the whole story.*' (Kantumoya, 2004, p. 33)।

এখানে নথিপত্র বলতে শুধু প্রকাশিত রেকর্ডকে বোঝায় না। ফাইল, যে কোনো ধরনের রেকর্ড, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, রেজিস্ট্রার, রসিদ ও ইনভয়েস, অডিও এবং ভিডিও টেপ, চার্ট, ছবি, ফিল্ম, চিঠিপত্র এবং কম্পিউটার ডিস্ক নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

নথিপত্র বা ডকুমেন্ট অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করে। ভালো একটি নথি হাতে পেলে রিপোর্টের মোড় ঘুরে যেতে পারে, রিপোর্টারকে নতুন করে সোর্স ম্যাপ করতে হয়। নথিপত্র বলে দেয় কোন পথে অনুসন্ধান করতে হবে আর কাকে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমবেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই নথিপত্র জোগাড় করার জন্য তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।

সাক্ষাৎকার

মানবীয় সূত্র ছাড়া কোনো রিপোর্ট হতে পারে না। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য সাংবাদিকরা বিভিন্ন সোর্সের দ্বারস্থ হন। তাদের মন্তব্য সংগ্রহ করেন। মানবীয় সূত্র নথিপত্রেরও যোগান দেন। ইন্টারনেট, নথিপত্র, পর্যবেক্ষণ কিংবা জরিপ– যে কোনোসূত্র থেকে যাই তথ্য পান না কেন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সেগুলো যাচাই করার জন্য মানবীয় সূত্রের কাছে যেতে হয়। এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলোকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলতে হয়। নথিপত্রের মুখের ভাষা নেই। এগুলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কর্তৃপক্ষের ভাষ্য নিতে হয়। আলী রিয়াজ (১৯৯৪, পৃ-২৪-২৫) বলেছেন, 'কাগজের সূত্র হলো একটি শরীরের মূল কাঠামো– হাড় মাত্র; রক্ত মাংস না দিলে তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তা ছাড়া কাগজপত্রে অনেক কিছুই সাজানো সম্ভব হয়। কখনো কখনো কাগজ হয়ে ওঠে বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট। এই বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা মোকাবেলা করতে রিপোর্টারকে শরণাপন্ন হতে হয় বিশেষজ্ঞদের। কোনো দলিলের ভুল ব্যাখ্যা আর কোনো ব্যক্তিকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা সমপরিমাণে দোষনীয়। আর এই আশঙ্কা সবসময়ই উপস্থিত থাকে। দলিলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি সহজেই দৃষ্ট। দলিলের কাজ হলো ঘটনার 'কি' অংশ তুলে ধরা 'কেন' অংশ নয়। এই 'কেন' এর জন্য শরণাপন্ন হতে হয় মানুষের।'

রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মানবীয় সূত্রের বক্তব্য রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি রিপোর্টকে শক্তিশালীই করে না, পাশাপাশি রিপোর্টে উত্থাপিত তথ্যগুলো বিশ্বাসযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য করে তোলে। তাই সাক্ষাৎকার অনুসন্ধানী রিপোর্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অন্যতম প্রধান হাতিয়ার—'*Reporting is incomplete without interviews: readers want to know how bystanders, eye-witnesses, participants reacted to what happened, what they thought and felt about it.*' (Adams & Hicks, 2009, p. 8)।

পর্যবেক্ষণ

ঘটনাস্থল পরিদর্শন বা সরেজমিনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া ভালো রিপোর্ট করা সম্ভব নয়। এজন্য পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এখান থেকে রিপোর্টার প্রত্যক্ষভাবে তথ্য পান। ঘটনা ও প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। দুর্নীতি ও অনিয়ম-সংক্রান্ত রিপোর্টের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ছাড়া রিপোর্ট করলে বিষয়ের গভীরে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, কোনো সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগীদের দামি এন্টিবায়োটিক দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হচ্ছে না—

এমন একটি অভিযোগের বিষয়ে শুধু ভুক্তভোগীদের কথার সূত্র ধরে রিপোর্ট করলে তার শিরোনাম হবে 'রোগীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের অস্বীকার'। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা, রহস্যের উন্মোচন করা। এ ধরনের রিপোর্টের ক্ষেত্রে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

জরিপ

জরিপ হলো সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় কখনো কখনো এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করা যায়। তবে এ পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। জরিপের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করে তা প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে আদর্শ নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে যশোরের স্থানীয় পত্রিকা গ্রামের কাগজে মাতৃত্বকাল ভাতা নিয়ে ১০ পর্বের অনুসন্ধানী ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সেখানে তুলে ধরা হয় দুর্বল ও অকার্যকর নীতিমালার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি মিলে কিভাবে দরিদ্র মায়েদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনার উদ্যোগটিকে ভেস্তে দিচ্ছে। এই অনুসন্ধানের জন্য পত্রিকাটি জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। পত্রিকার ১৮ জন রিপোর্টার ৪০০ মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়। এই অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি অসংখ্য ছবি, ভিডিও এবং অন্য তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে পত্রিকাটির সাংবাদিকরা (চৌধুরী, ২০১৯)।

মাতৃত্বকাল ভাতা নিয়ে যশোরের গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানী ধারাবাহিকের একটি কোলাজ (চৌধুরী, ২০১৯)

তথ্য অধিকার আইন

আদর্শ সাংবাদিকতায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণের পক্ষ থেকে প্রহরীর ভূমিকা পালন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের অন্যতম কার্যকর উপায় হলো তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ। সাংবাদিকদের প্রথাগত পদ্ধতি বা হাতিয়ারের তুলনায় এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এখানে নির্ভুল তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বেশি থাকে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে পারেন। সাংবাদিকরা এই আইনটি ব্যবহার করেন অস্ত্র হিসেবে। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন,

'*The truth is that the FOI Act isn't used, for the most part, by 'the people'. It's used by journalists. For political leaders, it's like saying to someone who is hitting you over the head with a stick, 'Hey, try this instead', and handing them a mallet. The information is neither sought because the journalist is curious to know, nor given to bestow knowledge on 'the people'. It's used as a weapon.*' (Blair, 2010, p. 516)।

ভারতীয় সাংবাদিক শ্যামলাল যাদব ২০০৭ সাল থেকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েক হাজার আবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, তার অনেকগুলো অনুসন্ধানী রিপোর্টগুলোর ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ছাড়া তথ্য পাওয়া অসম্ভব ছিল (Yadav, 2017)। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন কী

যে কোনো সংবাদের মূল উপজীব্য হলো তথ্য। তথ্য ছাড়া কোনো সংবাদ হতে পারে না। মানুষ পত্রিকায় খবর পড়ে কিংবা টেলিভিশনে খবর দেখে তথ্য জানতে। কারণ, তথ্য মানুষের চেনার ও জানার জগতের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন হলো– তথ্য কী। সহজে বলা যায়, তথ্য হলো কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়, ঘটনা, ইস্যু বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান। সংবাদ বা খবরের তথ্য বলতে নির্ভুল তথ্যকে বোঝানো হয়। বিষ্ণুশর্মা রাজাকে বলেছিলেন, শ্রূয়তাং তথ্যবচনম্ (আমি একটা সত্য কথা বলি, শুনুন)। খবরে তথ্য শুধু দিলেই হয় না, একে সত্য ও যথাযথ হতে হয়।

'তথ্য' অর্থে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (ধারা ২চ)

রাষ্ট্রীয়ভাবে তথ্য পাওয়ার অধিকারটি প্রাকৃতিকভাবে মানুষ পেয়ে যায়নি। মানুষকে এর জন্য লড়তে হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এখন তথ্য অধিকারের বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃত। অনেক দেশেই জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর আছে তথ্য অধিকার আইন। ১৭৬৬ সালে সুইডিশ পার্লামেন্টে 'Ordinance on Freedom of Writing and of the Press' শীর্ষক তথ্যের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত বিশ্বের প্রথম আইনটি পাস হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১১৮টি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর আছে এবং আরও ৩১টি দেশে এই আইন পাসের প্রক্রিয়া চলছে (ARTICLE 19, 2018)। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই মতামত দেয়া ও প্রকাশ করার অধিকার আছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত দেয়া এবং যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামতের সন্ধান, গ্রহণ ও জানার স্বাধীনতা

এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৬ সালের 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র' (আইসিসিপিআর)-এর ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে মত প্রকাশের। রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে মৌখিক, লিখিত বা পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো মাধ্যম থেকে সব ধরনের তথ্য ও মতের সন্ধান, গ্রহণ এবং জানার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের ৮৮তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয় ২০০৯ সালে। তথ্য অধিকার আইনে ৮টি অধ্যায় ও ৩৭টি ধারা আছে। তথ্য কমিশন সিভিল প্রসিডিউর কোড ১৯০৮ দ্বারা পরিচালিত একটি আধা-বিচারিক সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এই আইনটি জনগণকে দেশের সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা আমাদের সংবিধানের ৭(ক) ধারায় বর্ণিত আছে। এই আইনের প্রস্তাবনায় সংবিধান স্বীকৃত জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বাড়ানো এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষসমূহের দপ্তর ও তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ, কাজের ধরন ও প্রক্রিয়া, তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত–সব কিছুই এই আইনের আলোকে তথ্য হিসেবে পরিগণিত। তথ্য অধিকারের মূলনীতি হলো–

১. সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি;

২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;

৪. প্রকাশযোগ্য নয় এমন তথ্যের আওতা সীমিত রাখা;

৫. তথ্যে প্রবেশগম্যতা সহজ করা;

৬. সীমিত যৌক্তিক তথ্যমূল্য বা বিনামূল্যে তথ্য প্রদান (আফরোজ, ২০১২, পৃ-৫)।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

সরকারি নথিপত্র বা পাবলিক ডকুমেন্ট অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঞ্জীবনী শক্তি (the lifeblood of investigative journalism) (Marzouk, 2015, p. 53)। একজন ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিককে জানতে হয় কীভাবে এবং কোথা থেকে এসব নথিপত্রের হার্ড কপি তিনি পাবেন। শুধু ইন্টারনেট ঘাঁটলেই এসব নথিপত্র পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রথমে একজন রিপোর্টারকে সরকারি নথিপত্রের খোঁজ করতে হয়। দ্বিতীয় কাজ হলো কোনো সূত্র বা সোর্সের মাধ্যমে সেগুলো জোগাড় করা। যদি কোনো সূত্র থেকে পাওয়া না যায় তখন তথ্য অধিকার আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশলও জানতে হয়। প্রথম অধ্যায়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের যে ১০টি ধাপ আলোচনা করা হয়েছে তার ৪টি ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করা যায়।

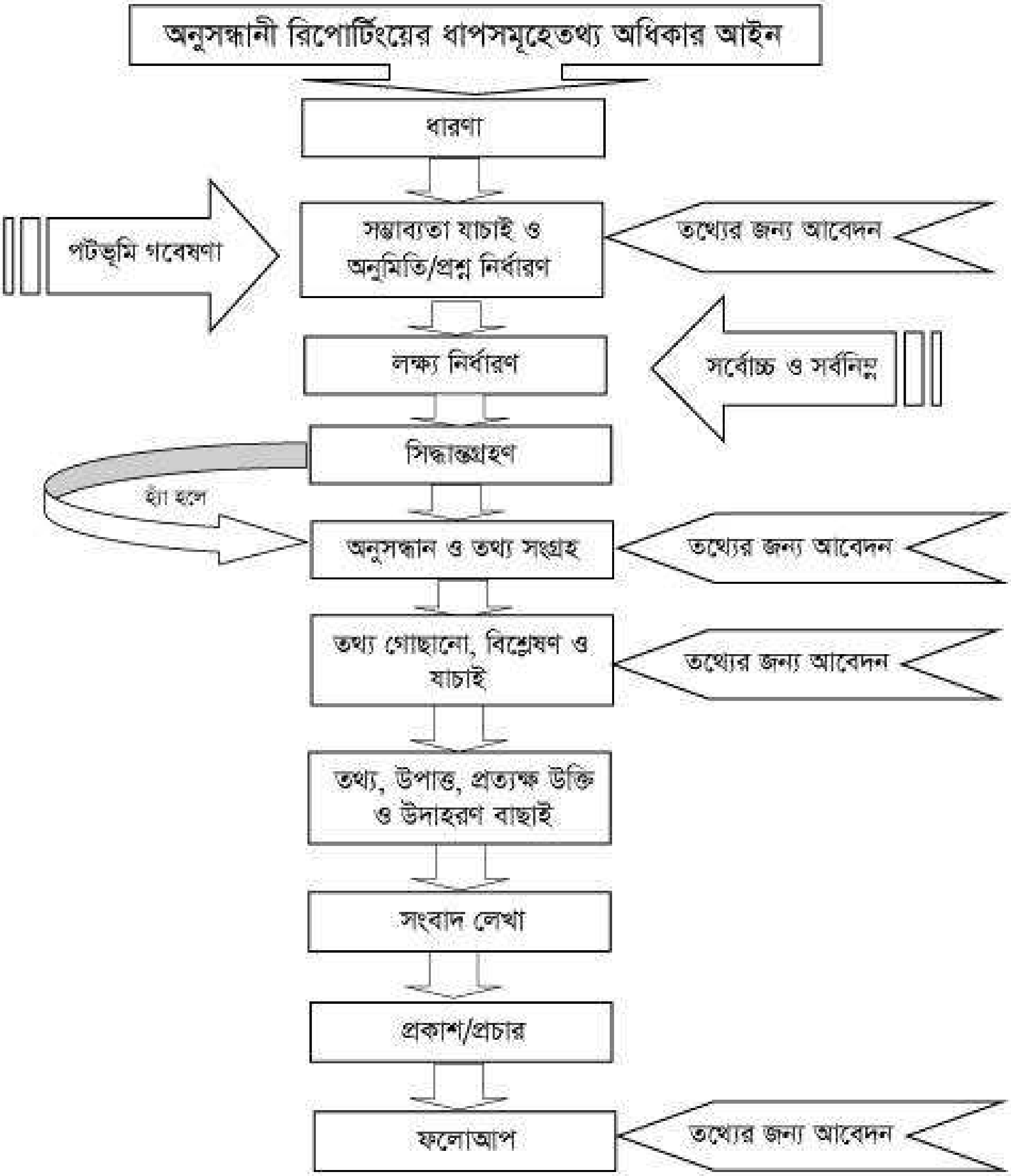

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে গেলে একজন প্রতিবেদককে ১০টি ধাপ পার করতে হয়। এসব ধাপের প্রত্যেকটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করতে হয় না বা প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে তথ্য অধিকার ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়ার জন্য কোন কোন ধাপে বা তথ্য সংগ্রহের কোন কোন পর্যায়ে আইনটি ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভালো ধারণা থাকলে রিপোর্টের কাজ গতিশীল হয়। কোনো বিষয়ের ধারণা বা আইডিয়া থেকে অনুসন্ধানী রিপোর্ট শুরু হয়। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের দ্বিতীয় ধাপ থেকে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার শুরু হয়। এই ধাপে রিপোর্টার যখন কোনো ধারণা বা আইডিয়া কিংবা ক্লু পান তখন সেটির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। অর্থাৎ এই ধারণাটি আদৌ রিপোর্ট হবে কিনা বা যে ক্লুটি তিনি পেয়েছেন সেটির আদৌ কোনো ভিত্তি আছে কী না তা মূল্যায়ন করার জন্য গবেষণা করতে হয়। এ গবেষণার অংশ হিসেবে রিপোর্টার এ স্তরে বিষয়টি

সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করতে পারেন। এ স্তরে যখন একজন রিপোর্টার প্রাথমিক গবেষণা করেন তখন তিনি জেনে যান কোথায় ও কার কাছে কোনো তথ্য আছে। এ গবেষণাটি যদি ভালোভাবে করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনো তথ্যগুলোর জন্য আপনাকে তথ্য অধিকার আইনের সাহায্য নিতে হবে। মনে রাখবেন, সাংবাদিক যদি সঠিক প্রশ্ন নির্ধারণ করতে না পারেন তাহলে দেশে যত ভালো আইনই থাকুক না কেন তিনি সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না– 'The best laws are not effective if journalists do not ask the right questions. They need to know what they need, to ask the right questions to get it, and also what kind of information is already available.' (UNODC, 2013, p. 16)।

তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে বড় দরকার হয় অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ স্তরে। এখানে যেসব তথ্য অন্য কোনো সোর্সের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয় সেগুলোর জন্য সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ করে কোনো সোর্স যদি 'অফ দ্য রেকর্ড' কোনো তথ্য দেন এবং অন্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তথ্য অধিকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে পারে। পাশাপাশি তথ্য যাচাইয়ের স্তরে সাংবাদিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন। এটি সাংবাদিকের তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছেন তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে পাওয়া। এগুলো সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে কখনও কখনও কিছু অসাধু কর্মকর্তা আপনাকে মিথ্যা তথ্যও দিতে পারে। আমাদের মতো দেশে এ ধরনের আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য সূত্রের মতো তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যও যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সবশেষ ধাপ হলো ফলোআপ। একটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত বা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে তার রেশ শেষ হয়ে যায় না। একটি ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট আরও নতুন স্টোরি বা সংবাদগল্পের জন্ম দেয়। নতুন এই সংবাদগল্পের জন্য আবারও সাংবাদিক তথ্য অধিকারকে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সাংবাদিকদের করণীয়

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের জন্য সাংবাদিকদের অবশ্যই আইনটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কে, কাদের কাছে তথ্য পাওয়া যাবে, কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে আর কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে না, কতদিনের মধ্যে তথ্য পাওয়া যাবে, তথ্য না পেলে কার কাছে আপিল করতে হবে, আপিলে কতদিন লাগবে, তথ্য কমিশনে কীভাবে অভিযোগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে। একজন সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য পেতে চাইলে তাকে ধাপে ধাপে এগুতে হবে।

প্রাথমিক গবেষণা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য একজন রিপোর্টারকে প্রথমেই কিছু গবেষণা করতে হয়। কারণ আইন অনুযায়ী তিনি কী ধরনের তথ্য পাবেন সেটি প্রথমেই রিপোর্টারকে জেনে নিতে হয়। এখানে রিপোর্টারের জন্য দু'টো বিষয় জানা গুরুত্বপূর্ণ: এক. তিনি এমন কোনো তথ্যের জন্য কী আবেদন করছেন যেটি স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকাভুক্ত; দুই. তিনি এমন কোন তথ্যের জন্য কী আবেদন করছেন যেটি অব্যাহতি প্রাপ্তির তালিকাভুক্ত। এই দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে একজন সাংবাদিককে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের আগেই পরিষ্কার হতে হবে।

এ পর্যায়ে প্রথমেই রিপোর্টারকে পরিষ্কার হতে হবে তিনি তার সম্ভাব্য প্রতিবেদন সম্পর্কে কী কী তথ্য জানতে চান এবং কোনো কর্তৃপক্ষ সেগুলো তাকে সরবরাহ করতে পারবে। এটি রিপোর্টারের সময় ও শ্রম বাঁচাবে। কারণ সম্ভাব্য রিপোর্টের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের তথ্য তার লাগবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে একই বিষয়ে একাধিকবার তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট পূর্বানুমানগুলোর আলোকে একটি চার্ট তৈরি করে নিতে পারেন। সে চার্টে কোন তথ্যের জন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে তার উল্লেখ থাকবে। এই চার্ট তৈরি করার সময় রিপোর্টারকে খেয়াল রাখতে হবে তিনি যেসব তথ্য জানতে চান সেগুলো ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিত হয়ে জানিয়ে দিয়েছে কি না। তথ্য অধিকার আইনের ৬ নং ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশকে নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে (সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য)। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের অর্থ হলো অনুরোধ না করা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় তথ্য প্রকাশ করা (আফরোজ, ২০১২, পৃ-১৫)। অর্থাৎ এসব তথ্য ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তার ওয়েব সাইটে কিংবা সহজলভ্য প্রকাশনায় উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখার পর অব্যাহতিপ্রাপ্তির তালিকাটিও রিপোর্টারকে যাচাই করতে হবে। একটি ভুল ধারণা অনেকের মধ্যে আছে– তথ্য অধিকার আইন মানে হলো তথ্যপ্রাপ্তির শতভাগ নিশ্চয়তা বা পরিপূর্ণ অধিকার (absolute right)। এটি ঠিক নয়। তথ্য অধিকার মানে তথ্যপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ অধিকার নয়। কিছু তথ্য সরকারি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশের তথ্য অধিকার আইনে এ ধরনের এক্সেম্পশন বা রেয়াতের কথা বলা আছে। বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। আমাদের তথ্য অধিকার আইনের ৭ নং ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যা কিছু থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে এই ধারার ২০টি উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে না (সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)। এজন্য আইনের ৯(৯) ধারায় বলা হয়েছে, ধারা ৭ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার কারণে কোনো অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে। আবার আইনের ৩২(১) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয়

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না (সংযোজনী-৩ দ্রষ্টব্য)। তবে ৩২(১) এ যা কিছু থাকুক না কেন এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে ৩২(১) ধারাটি প্রযোজ্য হবে না। দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করে অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করবে।

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চারটি পক্ষ জড়িত– তথ্য চেয়ে আবেদনকারী, তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশন। কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চাওয়া যাবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ তথ্য অধিকার আইনে দেয়া আছে। সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষ (আফরোজ. ২০১২, পৃ-১১) বা তথ্য প্রদানকারী সংস্থা। এ আইনে সাত ধরনের তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে 'কর্তৃপক্ষ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (সংযোজনী-৪ দ্রষ্টব্য)।

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। কোনো মৌখিক আবেদন ও মৌখিক উত্তর তথ্য অধিকার আইনের চর্চা হতে পারে না। তথ্য অধিকার আইনের ৮ নং ধারায় তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কীভাবে করতে হয় তার উল্লেখ আছে। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০০৯ এরফরম 'ক' অনুযায়ী (সংযোজনী-৫ দ্রষ্টব্য) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে।

মূল্য পরিশোধ ও তথ্য গ্রহণ

তথ্য অধিকার আইনের ৯(৬) নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং এই মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন (সংযোজনী-৬ দ্রষ্টব্য)।

নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে চটজলদি তথ্য পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আইনে তথ্য প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা বেঁধে দেয়া আছে। তথ্য অধিকারের যথাযথ প্রয়োগের জন্য এই বিষয়গুলো সাংবাদিকদের জানা দরকার। আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের সময়সীমা সম্পর্কে সাংবাদিকরা নিচের ছকটিতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন–

তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া

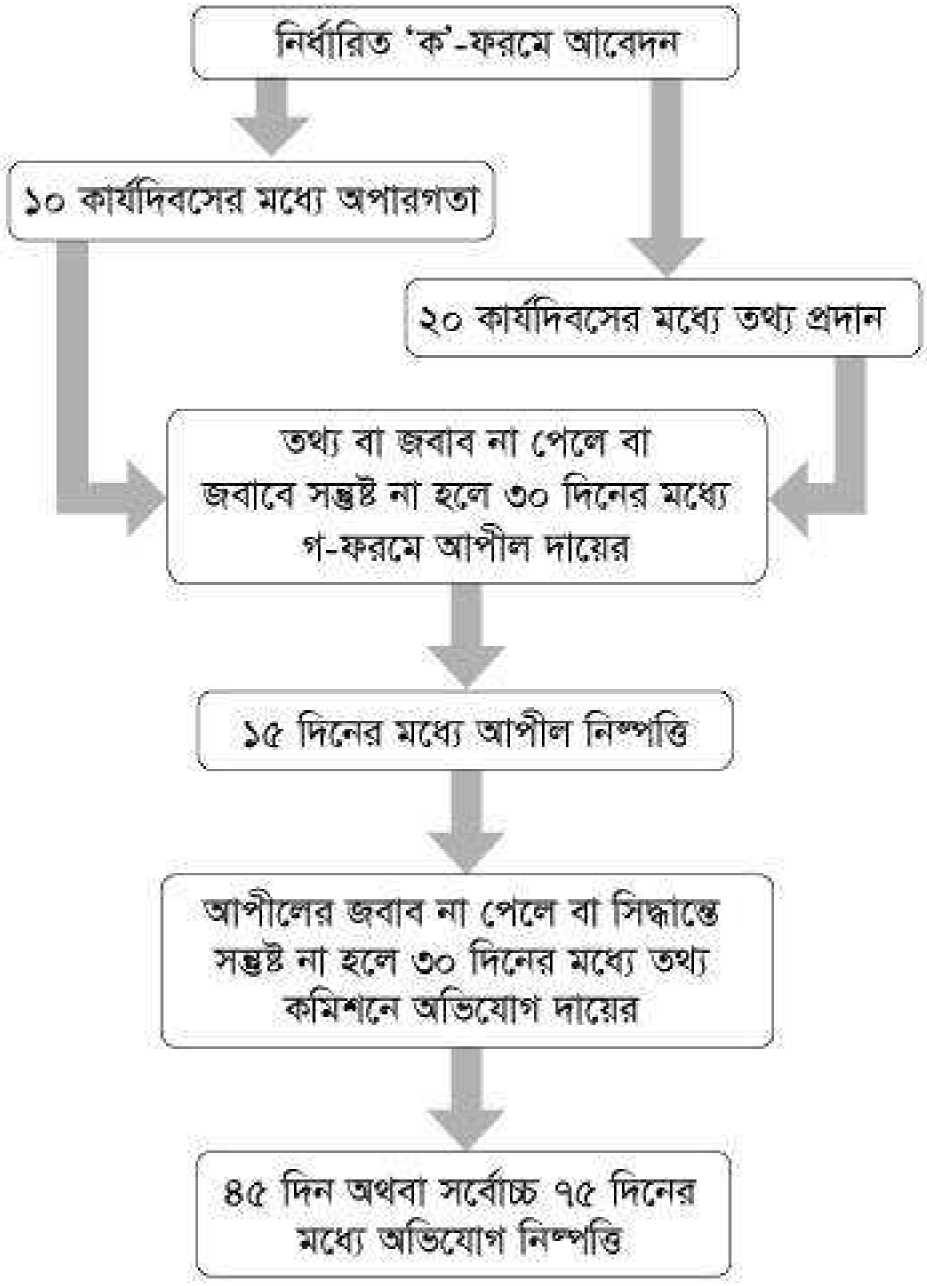

আপিল প্রক্রিয়া

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করলেই সাংবাদিক তথ্য পেয়ে যাবেন এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। তথ্য অধিকার আইনের ২৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা শেষ হবার পর, অথবা ক্ষেত্রমতো, সিদ্ধান্ত লাভের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন। ২৪(২) ধারা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে ৩০ দিন পরও আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও সাংবাদিককে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে (সংযোজনী-৭ দ্রষ্টব্য)।

তথ্য অধিকার আইনের ২(ক) ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান। যেমন, কেউ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে কোনো তথ্যের জন্য আবেদন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পান সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের (প্রশাসন) কাছে আপিল করতে হবে।

অভিযোগ প্রক্রিয়া

তথ্য গ্রহীতা ও তথ্য দাতা কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব সমাধানের শেষ পর্যায় হচ্ছে তথ্য কমিশন, যার মূল কাজ আধা-বিচারিক (রঞ্জনা ও অলক, পৃ-৪৯)। এটি কার্যত প্রশাসনিক দিক থেকে তথ্য পাওয়ার শেষ ধাপ। তাই তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার আগে কী কারণে অভিযোগ করছেন এবং কীভাবে উত্তম উপায়ে অভিযোগ দায়ের করতে হয় সে বিষয়ে সাংবাদিকদের ভালো ধারণা থাকা উচিত। তথ্য অধিকার আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী তিনটি কারণে নির্ধারিত ফরমে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায় (সংযোজনী-৮ দ্রষ্টব্য)।

সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে, তথ্য অধিকার আইনটি স্তরে স্তরে সাজানো। এখানে একটি স্তর বাদ দিয়ে অন্য স্তর থেকে ফলাফল প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। অনেকেই আপিল না করে অভিযোগ দায়ের করতে চলে যান। সেক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সে অভিযোগ খারিজ করে দেয় বা গ্রহণ করে না। তথ্য কমিশন যাতে অভিযোগ আমলে নেয় সেজন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে–

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা;
- আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা;
- আবেদনের পর যথাযথ আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা;
- অভিযোগপত্রে আবেদন ও আপিল আবেদনের কপি সংযুক্ত করা; এবং
- আবেদনপত্র/আপিল আবেদনপত্র/অভিযোগপত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর থাকা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা

সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন যেসব ক্ষেত্রে কাজে লাগে সেগুলো হলো–

১. আভাস বা ইঙ্গিতের তদন্ত

কোনো বিষয় বা ঘটনার ইঙ্গিত বা ধারণা অথবা প্রশ্ন থেকে অনুসন্ধানী রিপোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়। রিপোর্টার নানা সূত্র থেকে এ ধরনের ইঙ্গিত পেতে পারেন। কিন্তু এসব ইঙ্গিত আদৌ রিপোর্ট করার মতো কিনা বা এর সংবাদমূল্য আছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কিছু প্রাথমিক তথ্য দরকার হয়। অনেক সময় এসব তথ্য অন্য কোনো সোর্স থেকে নাও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্টার প্রাথমিক তথ্যগুলো সংগ্রহ করে ধারণাটির সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে পারেন।

ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের ৩৩তম বার্ষিকীতে প্রধান সম্পাদক অরুণ পুরি ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ভারতের নদীগুলোর দূষণ নিয়ে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। সে সম্পাদকীয় পড়ে ম্যাগাজিনের অনুসন্ধানী রিপোর্টার শ্যামলাল যাদবের মনে হয় এ নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা যায়। প্রথমেই রিপোর্টারের মনে দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খায়: ১) নদী দূষণ রোধের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে; ২) নদী দূষণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। রিপোর্টার শ্যামলাল যাদব একে একে তথ্য অধিকার আইনে ৩৯টি আবেদন করেন। তথ্য পাওয়ার আগে তিনি জানতেন ভারতের নদী কমিশনের অধীনে ৩৭টি নদী আছে, কিন্তু সরকারি দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হলেন ৩৭টি নয়, ৩৯টি নদী নিয়ে কাজ করছিল নদী কমিশন। কয়েক দফায় তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে মোট ২৮২টি নদীর তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। এক বছরের চেষ্টায় তিনি একটি অসাধারণ অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করেন, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। তাঁর মতে, তথ্য অধিকার আইন ছাড়া এত তথ্য তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। রিপোর্টটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নেয় (Yadav, 2017, pp. 110-117)। শ্যামলাল যাদবের এই রিপোর্টটি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী রিপোর্টের কেসবুকে উপস্থাপিত ২০টি রিপোর্টের মধ্যে স্থান করে নেয় (Hunter, 2012, pp. 69-78)।

২. মানবীয় সূত্রের দেয়া তথ্য যাচাই

একজন রিপোর্টার একটি নির্দিষ্ট বিটে কাজ করতে গিয়ে তার কিছু সোর্স তৈরি হয়। এসব সোর্স থেকে তিনি অনেক তথ্য পেয়ে থাকেন। কিন্তু ক্রসচেক বা যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা যায় না বা করা উচিত নয়। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সোর্স যতই পুরাতন ও বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন যাচাই-বাছাই ছাড়া তার কোনো তথ্যই প্রকাশ করা যাবে না। মানবীয় সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো নথিপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা হলো উত্তম পন্থা। এই যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তথ্য অধিকার আইন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দৈনিক মানবকণ্ঠের রাঙ্গামাটি জেলার সাংবাদিক হিমেল চাকমা স্থানীয় কয়েকটি সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, রাঙ্গামাটি জেলার বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের টাকা স্থানীয় জনগণ ঠিকমতো পাচ্ছে না। মানবীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলো যাচাই করার জন্য তিনি রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈশাখী বড়ুয়ার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য পেয়ে সেগুলো যাচাইয়ের জন্য নেমে পড়েন মাঠে। এ নিয়ে ২৭ মে ২০১৬ সালে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টটির উদাহরণ আরেকটি কারণে তুলে ধরা হলো এজন্য যে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন।

রাঙ্গামাটিতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণে কোটি কোটি টাকা হরিলুট

ক্ষতির অর্ধেকও পায়নি ক্ষতিগ্রস্তরা

রাঙ্গামাটিতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জমি

৩. প্রামাণ্য দলিল

তথ্য অধিকার আইনে প্রাপ্ত তথ্যে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নসহ সিল ও স্বাক্ষর থাকে। সুনির্দিষ্ট সূত্রের পরিচিতি উল্লেখ করে রিপোর্টে এসব তথ্য তুলে ধরা যায়। ফলে কোনো অসমর্থিত সূত্রের বরাত দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় আইনগত দিক থেকে কোনো ঝামেলা থাকে না। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে শ্যামলাল যাদবের প্রথম অনুসন্ধানী রিপোর্টটি (Yadav, 2008) প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রিপোর্টে তার ভ্রমণ ব্যয় নিয়ে যে তথ্য ও পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা ভুল। শ্যামলাল যাদব তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া

নথিপত্রগুলো উপস্থাপন করে দেখান যে, কোনো ধরনের ভুল তথ্য ছাপা হয়নি। নির্ভুল তথ্য পাওয়ার জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার যে কত ফলপ্রসূ হাতিয়ার তা তুলে ধরতে গিয়ে শ্যামলাল যাদব যা বলেছেন তা সবার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক–

> '*There were facts, there were documents, and there were certified copies of information suplied under the RTI Act. It was realized how powerful and effective a mechanism the RTI Act is for investigative journalists, as every piece of information comes from the government itself, officially. That is the beauty of the RTI Act for a journalist.*' (Yadav, 2017, p. 40)

৪. শেষ হাতিয়ার

অনেক সাংবাদিকই তথ্য অধিকার আইনকে তথ্য সংগ্রহের সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রথাগত পদ্ধতি বা কৌশল, যেমন- বিভিন্ন ধরনের সূত্রের মাধ্যমে প্রথমে চেষ্টা করেন। যখন কোনো ধরনের সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না তখন তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করে থাকেন। বিশেষ করে স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়গুলোতে কোনো সূত্র থেকে যখন কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না তখন আইনটি বিরাট আনুষ্ঠানিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ২০১৩ সালের ১৫ মে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় 'It's all in the family: 146 MPs employ relatives as their personal assistants' শিরোনামে শ্যামলাল যাদবের একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (Yadav, 2013)। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, ভারতীয় ১৪৬ জন মন্ত্রী তাদের ১৯১ জন নিকটাত্মীয়কে (স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন) ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে ৩০ হাজার রুপি করে বেতন দেয়া হচ্ছে। ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি রিপোর্টে দেখানো হয় ভারতীয় সংসদ সদস্যরা কীভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে সরকার থেকে বরাদ্দ পাওয়া বাসায় অতিথি রাখছেন। এ রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল– 'MPs house other MPs as guests in their official accommodation, reveals RTI' (Express News Service, 2013)। রিপোর্টার শ্যামলাল যাদব অকপটে স্বীকার করেছেন, তথ্য অধিকার আইন ছাড়া এসব রিপোর্টের তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর সহজাত ভাষ্যটি বেশ প্রণিধানযোগ্য– 'These are examples how journalists, with the help of transparency law, can track the lives of the elected representatives.' (Yadav, 2017, p. 138)।

৫. তথ্য পরিদর্শনের সুযোগ

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আপনি সরকারি অফিসের ফাইল পরিদর্শন করতে পারেন। এটি বিরাট একটি সুযোগ। ২০০৯ সালের ২৭ জুলাই ভারতীয় সাংবাদিক সৈকত দত্ত আউটলুক ম্যাগাজিনে চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৫০০ কোটি রুপি দুর্নীতির এক চক্রান্ত নিয়ে রিপোর্ট

করেছিলেন (Datta, 2009)। এ রিপোর্টে তিনি দেখিয়েছেন, ২০০৭ সালে ভারত সরকার চাল রপ্তানির (বাসমতি ছাড়া) ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ভারতে ২৭% খাদ্য মজুদ বাড়িয়েছে। কিন্তু ভারত অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় বিশ্ববাজারে সংকট সৃষ্টি হয়। অথচ চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ থাকলেও তিনটি প্রতিষ্ঠান মানবীয় বিবেচনায় চাল রপ্তানি করেছে এবং তা স্বল্পমূল্যে নয় বরং আন্তর্জাতিক বাজার দরেই করেছে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন দপ্তরের ফাইল পরিদর্শন করেন।

৬. সংবাদ বা বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এমন তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা পুরো ঘটনা বা বিষয়ের একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। এটি এমন ফলাফল বয়ে আনতে পারে যা অনুসন্ধানের শুরুতে সংবাদের যে সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। আবার অনেক সময় সাদামাটা বা গতানুগতিক ধারার একটি রিপোর্টের চেহারা এমনভাবে পাল্টে দিতে পারে যা নিয়ে সারাবিশ্বে আলোচনা হতে পারে। এরকম একটি রিপোর্টের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো–

২০১২ জানুয়ারিতে মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ৪৭,৫১৫ জন খুন হয়েছে। অফিসিয়াল ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এদের প্রায় সবাই অবৈধ মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত এবং দেশের আইন মান্যকারী মানুষ কোনো বিপদের মধ্যে নেই। তবে এত বড় একটি সংখ্যা একজন সাংবাদিকের নজর কাড়ে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে নিহতদের মধ্যে শিশু ও কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। স্থানীয় পুলিশ প্রধান ওই সাংবাদিককে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, অধিকাংশ গোলাগুলির ঘটনা তারা তদন্ত করেনি। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, সংগঠিত অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে এসব গোলাগুলির ঘটনা তারা তদন্ত করে না।

অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো দিয়ে একটি ভালো সংবাদ করা যেত। এমনকি মেক্সিকোর অনেক সাংবাদিক তাই করেছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে কর্মকর্তাদের মন্তব্য, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা রিপোর্ট করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি মনে হতে পারে অনুসন্ধানী রিপোর্ট। কারণ এখানে একাধিক সোর্স ব্যবহার করা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেয়া নথিপত্র ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়। কারণ এই রিপোর্টগুলো মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

মেক্সিকোর দুই সাংবাদিক Rocio Idalia Gallegos Rodriguez I Sandra Rodriguez Nieto আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এসব তথ্য নিয়ে পুরো বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া এক রিপোর্ট করেছিলেন। তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল একটি প্রশ্ন– গোলাগুলিতে

নিহতদের বেশিরভাগই কি মাদক ব্যবসায়ী ও অপরাধী? অনুসন্ধান শুরুর আগে তারা কিছু প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করেন। সে তালিকার সূত্র ধরে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করেন। এই দুই সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তথ্যের জন্য আবেদনের আগে পুলিশ, আদালতসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যেসব তথ্য পাওয়া সম্ভব সেগুলো জোগাড় করেছিলেন। প্রথমেই তারা পুলিশের কাছ থেকে কয়েক বছরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জোগাড় করেছিলেন। সেসব সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এই দুই সাংবাদিক হতাহতদের সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য নেন। যেমন– তাদের নাম, বয়স ইত্যাদি। তারা দেখতে পান যে, হতাহতদের বেশিরভাগের বয়স খুব কম এবং তাদের সঙ্গে মাদকের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিরাপত্তা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ থেকে তারা এক হাজারের বেশি নাম এবং তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর তারা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করেন। এসব আবেদনে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের পরিমাণ, পুলিশ এসব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করেছিল কিনা তা জানতে চান।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুরো সংবাদগল্পটির খোলনলচে পাল্টে যায়। এই দুই মেক্সিকান সাংবাদিক প্রমাণ করেন পুলিশের গুলিতে নিহতদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই ছিল নিরস্ত্র এবং এসব হত্যাকাণ্ডের ৯৭ শতাংশের কোনো তদন্ত ও বিচার হয়নি (Cave, 2012)। এই রিপোর্টটি ২০১১ সালে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টের (আইসিএফজে) নাইট পুরস্কার লাভ করে (UNODC, 2013, pp. 16-17)।

৭. ইস্যুতে পরিণত করা

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অনেক ভালো ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। এমনও দেখা গেছে, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা ইস্যুতে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় পড়ে যায়। গণমাধ্যমগুলো তখন বিষয়টি নিয়ে প্রচুর রিপোর্ট করে। তাছাড়া একটি ইস্যু নিয়ে টানা কয়েকটি রিপোর্ট করলে তা একটি ইস্যুতে পরিণত হয়। তখন সরকার ও কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে বিষয়টির লাগাম টেনে ধরে এবং অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। সাধারণ জনগণও এতে সচেতন হন। ভারতে মন্ত্রীদের বিদেশ সফরের ইস্যুটি নিয়ে ২০০৮ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এটি এখন দেশটির গণমাধ্যমের জন্য এখন নিয়ত একটি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরই এ নিয়ে কোনো না কোনো গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এই ইস্যু নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের পথিকৃৎ শ্যামলাল যাদব মনে করেন, 'যদি তথ্য অধিকার আইন না থাকত তাহলে এ ধরনের রিপোর্ট করা কঠিন ছিল। কারণ তথ্য অধিকার আইন ছাড়া এত তথ্য পাওয়া যেত না' (Yadav, 2017, p. 51)। অনেক সময় দেখা যায়, অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য কোনো ইস্যুতে মন্ত্রী, আমলাসহ রথী-মহারথীদের সকলে এক হয়ে যান। তখন কোনো সূত্র থেকে পূর্ণাঙ্গ

তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে এই চক্রের মুখোশ উন্মোচনের বড় হাতিয়ার হয়ে যায় তথ্য অধিকার আইন। মন্ত্রী-আমলাদের ঘন ঘন বিদেশ সফর নিয়ে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার অভিজ্ঞতা থেকে শ্যামলাল যাদব বলেছেন–

> '*It seems that when it comes to foreign travel, there seems to be a happy nexus between babus (bureaucrats) and mantris (ministers). But if the RTI Act was not there, it was not possible to track the problem at every stage and bring the problem into notice.*' (Yadav, 2017, p. 63)।

NEWS • LIVE TV INDIA TODAY APP

HOME | E-CHUNAV 2019 | ELECTIONS | IPL 2019 | VIDEOS | INDIA | MOVIES | TECH | FACT CHECK | TRENDIN

FROM THE MAGAZINE

News / Magazine / Cover Story / Frequent fliers

Frequent fliers

In this globalised world, the perks of foreign travel have never been so widely utilised. It is now in the nature of official business to travel to different parts of the world. The ministers of this high-flying government — UPA travelled at will to log enough miles to circle the earth 256 times.

Archives: *Official tourists*

Shyamlal Yadav
February 8, 2008
ISSUE DATE: February 18, 2008 | UPDATED: May 12, 2008 19:11 IST

This is one high-flying government. In this globalised world, it is now in the nature of official business to travel to different parts of the earth making new friends, lesser enemies and influencing people.

৮. তথ্য না পেলে নতুন খবর

সাংবাদিকরা তথ্য পেতেই তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তথ্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও বেশ কিছু ধাপ পার করতে হয়। কিন্তু সবগুলো ধাপ পার করার পরও যদি আইনসম্মতভাবে প্রাপ্তিযোগ্য তথ্য পাওয়া না যায় তখন নতুন একটি খবর হাতে চলে আসে। যেমনটা এসেছিল বাংলাদেশের ডেইলি স্টারের সাংবাদিক ইমরান হোসেন ও চৈতন্য চন্দ্র হালদারের কাছে। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে প্যারাসিট্যামল সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী পাঁচটি ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা হয়েছিল। এ কোম্পানিগুলো সম্পর্কে কী তথ্য

আছে তা জানতে চেয়ে সাংবাদিক ইমরান হোসেন ৯টি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেন ২০১০ সালের নভেম্বরে। তথ্য না পেয়ে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে আপিল করেন তিনি এবং তাতে কোনো সদুত্তর না পেয়ে মার্চে অভিযোগ দায়ের করেন কমিশনে। প্রায় এক বছর অপেক্ষার পর তাকে জানানো হয় এ সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে (এমআরডিআই, ২০১১, পৃ. ৫-৯)। ২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়– 'Deaths from Toxic Paracetamol: All records 'lost' from drug office' (Hossain & Halder, 2011) শিরোনামে।

https://www.thedailystar.net/news-detail-207141

The Daily Star

Saturday, "March 30, 2019"

NEWSPAPER BUSINESS OPINION SPORTS A & E LIFESTYLE BYTES SHOWBIZ SHOUT STAR WEEKEND STAR YO

DEATHS FROM TOXIC PARACETAMOL

All records 'lost' from drug office

Finds The Daily Star inquiry; disappearance of evidence deals blow to pending cases

Emran Hossain and Chaitanya Chandra Halder

All documents relating to the country's first ever detection of paracetamol syrup adulteration in 1992 have vanished from the Directorate General of Drug Administration (DGDA), the public institution responsible for checking drug adulteration and prosecuting those committing the crime.

The disappearance of the files deals a severe blow to three relevant cases that could be pursued if evidence were available. Proceedings regarding two of the cases are currently under High Court stay orders and have been awaiting hearings for seventeen years. The other one is being proceeded with in the Dhaka Drug Court.

Documents available in court indicate clearly that the DGDA deliberately destroyed the cases. Meanwhile, people present during the 1992 drugs test recalled how proper steps regarding the matter had been bypassed since the very beginning.

The disappearance of the documents came to light after The Daily Star in November last year officially requested the DGDA for allowing access to all documents relating to drug adulteration in 1992 in compliance with the Right to Information Act.

৯. ফলোআপ

প্রায়ই দেখা যায়, একটি ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট নতুন আরো খবরের জন্ম দেয়। কারণ এ ধরনের রিপোর্ট পাঠক/দর্শকের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। নতুন নতুন অনেক তথ্য রিপোর্টারের কাছে আসতে থাকে। শ্যামলাল যাদব ভারতের মন্ত্রী ও আমলাদের ঘন ঘন বিদেশ সফর নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের

মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেন ২০০৮ সালে ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনে (Yadav, 2008)। চার বছর পর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে তিনি এর একটি ফলোআপ রিপোর্ট করেন। সেটি হলো, মন্ত্রী ও আমলারা সরকারি অর্থে ব্যক্তিগত ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে বিমানের টিকিট করার সময় যে মাইলেজ সুবিধা পেয়ে থাকেন তা ব্যক্তিগত সুবিধার্থে ব্যবহার করেছেন (Yadav, 2012)। এ রিপোর্টে তিনি দেখিয়েছেন সরকারি আমলারা সরকারি অর্থে কেনা টিকিটের মাইলেজ সুবিধা দিয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের বিদেশ ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছেন।

The Indian EXPRESS NATION WORLD BUSINESS CITIES SPORTS ENTERTAINMENT LIFEST

Officials fly frequently, their points keep govt guessing

Shyamlal Yadav , Shyamlal Yadav : New Delhi, Fri Jun 01 2012, 23:53 hrs

In October 2008, the Department of Expenditure announced a "austerity measure" over the use of frequent flier mileage points earned by government employees from official air travel in India and abroad. Over three years on, not only does the measure appear a non-starter but any possible misuse of such points for personal travel, too, continues unchecked.

The Department of Expenditure under the Finance Ministry had issued a circular stating: "All mileage points earned by government employees on tickets purchased for official travel shall be utilised by the concerned department for other official travel by their officers." It added that it would be the responsibility of the officer concerned to ensure that free mileage points are used only for official travel and not for personal trips.

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সাংবাদিকদের জন্য পরামর্শ

ভারতীয় সাংবাদিক শ্যামলাল যাদব তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'যখন ব্যবহারকারীরা আইনটি কীভাবে ব্যবহার করবে তা শেখার চেষ্টা করেন তখন সরকারি কর্তৃপক্ষ কীভাবে তথ্য দিতে হবে না তা ইতিমধ্যেই জানে, অব্যাহতির নানা ধারাগুলো প্রয়োগ করে। অধিকন্তু প্রায়ই বিভ্রান্তিকর বা এমনভাবে তথ্য দেয় যা বোঝা যায় না' (Yadav, 2017, p. 208)। শ্যামলাল যাদব নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সাংবাদিকরা সরকারি দপ্তরগুলো থেকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন (Yadav, 2017, pp. 208-218)। এসব নির্দেশনার কিছু কিছু আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সুফল পেতে পারেন :

১. ধারণাটি বুঝতে পারা

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের কৌশলের চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধারণাটি বোঝা। যতদূর সম্ভব একজন সাংবাদিকের প্রথমেই পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে কোনো তথ্যগুলো ইতিমধ্যে সহজলভ্য। অর্থাৎ সরকারি ওয়েবসাইট, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনায় (যেমন- বাজেট বক্তৃতা, মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা, সংসদের লিখিত প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি) কোন তথ্যগুলো ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এসব প্রকাশিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের কোনো দরকার নেই। এসব প্রকাশনা সম্পর্কে সাংবাদিককে হালনাগাদ থাকতে হবে। প্রায়ই দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারীরা কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ছোটখাটো দিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য চান।

২. আইন ছাড়া পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য তথ্য দিয়ে কাজ শুরু করা

যখন ধারণাটি একজন সাংবাদিকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা ছাড়াই সহজেই পাওয়া যায় এমন তথ্যগুলো খোঁজ করা ও জোগাড় করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে অনলাইন জগতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাইটের মাধ্যমে তথ্যের সন্ধান করা। পাবলিক ডোমেইনগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের তথ্য জোগাড় করার পর রিপোর্টার বুঝতে পারবেন তার কী ধরনের তথ্য দরকার যেগুলোর জন্য তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার করতে হবে। তবে তথ্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন করার আগে তথ্য অধিকার আইনটি ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। কারণ, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে কিছু ধাপ ও স্তর আছে। এসব ধাপ ও স্তরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সাংবাদিক নিয়মানুযায়ী তথ্য নাও পেতে পারেন।

৩. প্রশ্ন করবেন না, শুধু তথ্য চান

তথ্য অধিকার আইন আমাদের তথ্য জানার অধিকার দিয়েছে। আইন অনুযায়ী তথ্য আমরা পেতে পারি। সে কারণে তথ্য পাওয়ার ওপর মনোনিবেশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিক হিসেবে আপনি কারো সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন না, আপনি নিয়ম অনুসরণ করে তথ্যের জন্য আবেদন করছেন। মনে রাখবেন, আপনি মতামত, পরামর্শ বা উপদেশ চাচ্ছেন না; বরং তথ্য পেতে চান বা নথিপত্র দেখতে চান। আপনার দরকার তথ্য, তথ্য পেলে সেটি সংবাদ হবে কি হবে না তা আপনি নিজেই নির্ধারণ করতে পারবেন। মনে রাখবেন, বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের সংজ্ঞায় নথির নোট সিট অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪. সহজ ও পরিষ্কারভাবে তথ্য চাওয়া এবং ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সজাগ থাকা

তথ্য চেয়ে আবেদন করার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে- যতটা সম্ভব সহজ ও স্পষ্টভাবে আবেদন করতে হবে। অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াশা তৈরি করে এমন কোনোভাবে তথ্য চাওয়া যাবে না। কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তথ্য চাইতে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের কারো সাথে আপনার ধারণা বা আইডিয়াটা শেয়ার করবেন না। তার কাছে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে সেগুলো শুধু চাইবেন। আমাদের দেশের তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের আবেদনের জন্য কোনো শব্দসীমা দেয়া নেই। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের বেশি শব্দ ব্যবহার না করা কিংবা আবেদনপত্রটি অযথা দীর্ঘ না করাই ভালো। অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য আপনার আবেদনপত্রটি বোঝা হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। কতটুকু তথ্য চান তার সীমারেখা না থাকলে আপনি কাঙ্ক্ষিত তথ্য নাও পেতে পারেন। যেমন- কেউ যদি আবেদন করে প্রকল্প সম্পর্কে সব তথ্য চাই, তাহলে তার চাওয়ার পরিধি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আবেদন করুন।

৫. অধিকার প্রয়োগের আগে অব্যাহতির তালিকা সম্পর্কে জানা

আমাদের তথ্য অধিকার আইনের ৭ নং ধারা অনুযায়ী ২০টি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে না। আইনের ৩২ নং ধারায়ও কিছু বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কোন কোন সংস্থা থেকে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে না তার উল্লেখ আইনে আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই অব্যাহতির তালিকাভুক্ত তথ্যের খাতগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের আগে অব্যাহতির তালিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে।

৬. ফাইল পরিদর্শনের সুযোগ হাতছাড়া করবেন না

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য এটি বিরাট একটি সুযোগ। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আপনি চাইলে ফাইল পরিদর্শন করতে পারেন। যদি আপনি কোনো ফাইল পরিদর্শন করতে চান, সেক্ষেত্রে কোন তথ্যের ক্ষেত্রে পরিদর্শন করতে চান তা উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ আবেদনপত্রে

নিশ্চিত হতে পারেন কোনো ফাইলের বিশেষ কিছু দেখতে চান তাহলে সে সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। তবে মনে রাখবেন, বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের সংজ্ঞায় নথির নোট তথ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়।

৭. সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের চেষ্টা করা

যদি একই তথ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে সকল কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের আবেদন করাই ভালো। এক্ষেত্রে একটি কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে না চাইলেও অন্য একটি কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে পারে। শ্যামলাল যাদব তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ২০০৯ সালে তিনি আফজাল গুরু কেস সম্পর্কে তথ্য জানতে একই সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দিল্লির রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথ্য দিতে অপারগতা জানালেও দিল্লির রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তিনি তথ্য পেয়ে যান (Yadav, 2017, p. 213)।

৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হওয়া

একজন সাংবাদিক যিনি তথ্য অধিকার আইনকে তথ্য পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান তার কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একজন সোর্স বা সূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। মনে রাখবেন, আপনি একজন রিপোর্টার। সোর্স বা সূত্র আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ নাগরিকের কাছে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কিন্তু আপনার কাছে একজন সোর্স। তাই তাকে শুধুই একজন কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচনা করবেন না। এ কারণে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্যের আনুষ্ঠানিক আবেদন করার আগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচিত হোন, তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করুন। সূত্রের মতো সম্পর্ক তৈরি করা গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রুত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

৯. লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হন

'কারো সাথে বন্ধুত্ব নয়, কারো সাথে শত্রুতাও নয়'– এই নীতিতে সাংবাদিককে কাজ করতে হবে। এ কারণে সরকারের নতুন নতুন বিভাগ, পরিদপ্তরে যেতে হবে; কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কারণ 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই'- নীতিতে কাজ করলে যেকোনো জায়গা থেকে খবর পাওয়া যেতে পারে। তথ্য না দিলে বা কাঙ্ক্ষিত তথ্য না পেলে কোনোভাবেই বিরক্ত হওয়া যাবে না। ২০০৮ সালে শ্যামলাল যাদব বাংলাদেশি অভিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য জানতে নির্বাচন কমিশনের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দপ্তরে আবেদন করেছিলেন। বিনিময়ে নির্বাচন কমিশন থেকে দুই হাজারটি খাম পান যার বেশিরভাগই ছিল 'এ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই' অথবা 'আপনার আবেদন অন্য একটি দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে'। এ ধরনের উত্তর পাওয়ার পরও তিনি দমে যাননি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে খোঁজ করেছেন (Yadav, 2017, p. 195)।

১০. মূল অনুমিতি বা প্রশ্নগুলোর কথা মাথায় রাখুন

একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার হিসেবে আপনি কিছু প্রশ্ন বা পূর্বানুমানের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে নেমেছিলেন। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্যের জন্য যখন আবেদন করবেন তখন অনেক সময় ভেঙে ভেঙে তথ্য পাবেন। এসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট স্টোরি করার লোভ সংবরণ করতে হবে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার স্টোরির মূল ফোকাস কী। স্টোরির পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন।

১১. পেশাগত পরিচয় তুলে ধরবেন কিনা ভেবে দেখুন

কিছু দেশ আছে যেখানে সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সুবিধা পান। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকদের জন্য তথ্য প্রাপ্তির মূল্য মওকুফ করা হয়, সার্বিয়াতে সাংবাদিকদের ফটোকপি ফি দিতে হয় না (Access Info Europe and n-ost, 2010, p. 13)। আবার অনেক দেশ আছে যেখানে সাংবাদিকদের দ্রুত তথ্য দেয়া হয়। কিন্তু যদি

একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত দেখিয়ে ভাতা গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পরিচালিত মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর খামারিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তারা একই সময়ে একাধিক স্থানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এভাবে একাধিক স্থান থেকেই তাঁরা দিনপ্রতি এক হাজার টাকা করে ভাতা গ্রহণ করেছেন।

তথ্য অধিকার আইনে এই কর্মসূচিতে বরাদ্দ ও খরচের হিসাবসহ বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে গত ১২ এপ্রিল প্রথম আলোর পক্ষ থেকে বিএলআরআইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা হয়। যথাসময়ে তথ্য না পেয়ে ২ জুন বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালকের (আপিল কর্তৃপক্ষ) কাছে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা হয়। ১২ জুন এই প্রতিবেদকের কাছে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়।

এই তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে জামালপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর জেলার ২২টি উপজেলায় এক হাজার ৩২০ জন খামারিকে মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন খাতে খরচ দেখানো হয়েছে ৪০ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। মাত্র তিনজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ২২টি উপজেলায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে সমুদয় ভাতা গ্রহণ করেছেন।

বিএলআরআই

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে অনিয়মের বিষয়টি পাওয়া গেছে

২০১১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় ১৬ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর, বদরগঞ্জ উপজেলায় ১৭ থেকে ২১ নভেম্বর, জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর, সদর উপজেলায় ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ভুএাপুর উপজেলায় ২০ থেকে ২৪ ডিসেম্বর এবং ২০১২ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ফুলবাড়ী উপজেলায় ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি, হালুয়াঘাট উপজেলায় ১৫ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় ৬ থেকে ১০ মে এবং সদর উপজেলায় ৫ থেকে ৯ মে পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণগুলোতে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন বিএলআরআইয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও) ফারহানা আফরোজ। নিয়মানুযায়ী ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে ২০১২ সালের ১০ মে পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণে ফারহানা আফরোজের মূলত ৩১ দিন দায়িত্ব পালন করার কথা। কিন্তু কাগজে-কলমে একই সময়ে একাধিক উপজেলায় কর্মরত দেখানোর কারণে তিনি ৩১ দিনের স্থলে ৫৫ দিনে ৫৫ হাজার টাকা ভাতা গ্রহণ করেন।

ফারহানা আফরোজ বলেন, 'এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ভালো বলতে পারবেন।' যোগাযোগ করা হলে প্রকল্পের পরিচালক নুরুন্নাহার বলেন, সময় বাঁচানোর জন্য একজন কর্মকর্তাকে দিয়ে একাধিক উপজেলার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করানো হয়েছে। এতে কাজের ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

আপনার মনে হয় কোনো নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপনার পেশাগত পরিচয় বা আপনি সাংবাদিক জানলে তথ্য দিতে গড়িমসি করতে পারে, সেক্ষেত্রে পেশাগত পরিচয় উন্মোচন করার দরকার নেই। কারণ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তথ্য অধিকার ব্যবহার করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আপনার বাসার ঠিকানা ব্যবহার করে আপনি তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে পেশাগত পরিচয় তুলে ধরে বা সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে তথ্যের জন্য আবেদন করলেও তথ্য পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ হলো ২০১৪ সালের ২৫ জুন দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত দেখিয়ে ভাতা গ্রহণ' শিরোনামে অনুসন্ধানী রিপোর্টটি।

রিপোর্টারের কাছে প্রাথমিক তথ্য ছিল মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর খামারিদের প্রশিক্ষণে বিএলআরআই কর্মকর্তারা একই সময়ে একাধিক স্থানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একাধিক স্থান থেকেই দিনপ্রতি এক হাজার টাকা করে ভাতা গ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালের ১২ এপ্রিল প্রথম আলো পত্রিকার পক্ষ থেকে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়। যথাসময়ে তথ্য না পেয়ে ২ জুন আপিল করলে তথ্য পাওয়া যায়। রিপোর্টটির জন্য দরকারি মূল তথ্য এই আইনের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল। তবে রিপোর্টার যেসব তথ্য চেয়েছিলেন তার সবগুলো পাননি।

প্রতিবেদনে যা উঠে এসেছে	আবেদনে যা জানতে চাওয়া হয়
• মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর খামারিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১১ এবং ২০১২ সালে কবে কোথায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন প্রশিক্ষণে কে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন সে সংক্রান্ত তথ্য। • একজন কর্মকর্তা মোট কতদিন সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং উপর্যুক্ত সময়ে তারা কতদিন দায়িত্ব পালন করেছেন সে সংক্রান্ত তথ্য। • সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তার দৈনিক ভাতার পরিমাণ এবং উপর্যুক্ত সময়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কোন কর্মকর্তা কত টাকা ভাতা গ্রহণ করেছেন সে সংক্রান্ত তথ্য।	**একই ব্যক্তি ২০১১ সালে-** • রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় ১৬ থেকে ২০ এবং বদরগঞ্জে ১৭ থেকে ২১ নভেম্বর • জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ১০ থেকে ১৪ এবং সদরে ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর • টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় ২১ থেকে ২৫ এবং ভূঞাপুরে ২০ থেকে ২৪ ডিসেম্বর **এবং ২০১২ সালে-** • ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় ১৩ থেকে ১৭, ফুলবাড়ীতে ১৪ থেকে ১৮ এবং হালুয়াঘাটে ১৫ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি • লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় ৬ থেকে ১০ মে এবং সদরে ৫ থেকে ৯ মে পর্যন্ত সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন

১২. যেকোনো ধরনের উত্তরের জন্য প্রস্তুত থাকুন

তথ্য চাইলেই আপনি পেয়ে যাবেন– এমন ধারণা পোষণ করা যাবে না। আইনগতভাবে আপনি কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়ার যোগ্য হলেও অনেক সময় নাও পেতে পারেন। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে দেরি করতে পারে। সে কারণে তথ্য না পেলে হতাশ হবেন না। আইনগতভাবে পরবর্তী প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

১৩. মনে রাখবেন, একটি 'না' মানে সবসময়ের জন্য 'না' নয়

যখন কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপনাকে তথ্য দিতে গড়িমসি করবে কিংবা তথ্য দিতে চাইবে না তখন চট করে ধরে নেবেন না তিনি আপনাকে তথ্য দিতে চান না। মনে রাখতে হবে, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার সিনিয়রদের কথা মেনে চলতে হয়। অনেক সময় হতে পারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে চান কিন্তু সিনিয়র কেউ এ তথ্য দিতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে শ্যামলাল যাদব তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেছেন, সাংবাদিকদের উচিত এসব ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা (Yadav, 2017, p. 215)। অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফ দ্য রেকর্ডে তথ্য না দেয়ার পেছনে ভূমিকা রাখা চাপগুলোর কথা বলে দেন এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বা গোপনে পরে তথ্যগুলো দিয়ে দেন।

পাশের রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোতে ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর (রায়, ২০১৩)। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্টটির প্রাথমিক মূল তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম আবেদনেই রিপোর্টার তথ্য পাননি। রিপোর্টার ধামরাই উপজেলার বাসিন্দাদের কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার অস্বাভাবিক সংখ্যা জানার পর এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণ করে চলতি বছরের ২০১৩ সালের এপ্রিল ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

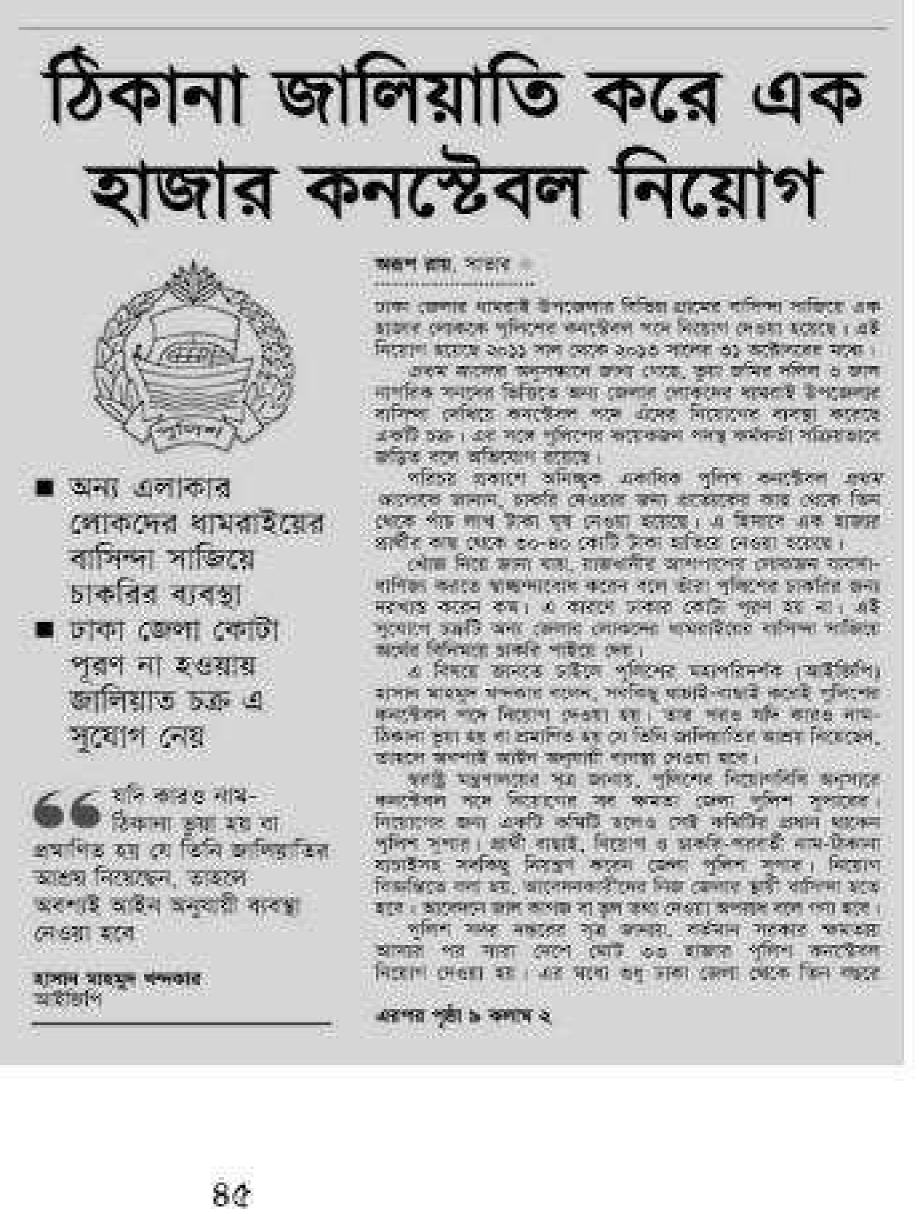

ঠিকানা জালিয়াতি করে এক হাজার কনস্টেবল নিয়োগ

- অন্য এলাকার লোকদের ধামরাইয়ের বাসিন্দা সাজিয়ে চাকরির ব্যবস্থা
- ঢাকা জেলা কোটা পূরণ না হওয়ায় জালিয়াত চক্র এ সুযোগ নেয়

"যদি কারও নাম-ঠিকানা ভুয়া হয় বা প্রমাণিত হয় যে তিনি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে

হাসান মাহমুদ খন্দকার
আইজিপি

(ওসি) কাছে আবেদন করেন। কিন্তু ওসির কাছ থেকে কোনো তথ্য না পাওয়ায় ২৭ মে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেন। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে ১০ জুলাই তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। তথ্য কমিশন এ ব্যাপারে শুনানির জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে ধামরাই থানার ওসি যাবতীয় তথ্য রিপোর্টারকে দেন। এখানে রিপোর্টার যদি প্রথম 'না'-তেই পিছিয়ে যেতেন তাহলে এত চমৎকার একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট হতো না।

১৪. সময় নষ্ট করবেন না, অনলাইনে বা ডাকযোগে তথ্য চান

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অনলাইনে বা ই-মেইলে এবং ডাকযোগে তথ্য চেয়ে আবেদন করা যায়। সে কারণে সশরীরে গিয়ে তথ্যের আবেদন করতে হবে না। বরং সময় নষ্ট না করে অনলাইন বা ডাকযোগে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারেন। এটি আপনার অর্থ ও মূল্যবান সময় বাঁচাবে।

১৫. নিয়ম অনুসরণ করলে তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে

যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্যের জন্য আবেদন করা হলে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবেদন থেকে অভিযোগ পর্যন্ত তিনটি ধাপে একজন সাংবাদিককে ধৈর্যের সাথে সবগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এই বইয়ের সংযোজনী-৯ এ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের (অভিযোগ নং ২৭৭/২০১৮, তথ্য কমিশন) মাধ্যমে প্রথম আলোর সাংবাদিক অরূপ রায় কীভাবে শেষ পর্যন্ত তথ্য পেয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেও কোনো ফল পাননি। শেষ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে অভিযোগের মাধ্যমে তথ্য পেয়েছিলেন।

১৬. ধৈর্য ধরুন, অবিচল থাকুন

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য আদায় করা কখনো কখনো খুব বিরক্তিকর মনে হতে পারে। এতে হতাশা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার জন্য যেসব তথ্য দরকার সেগুলো যদি তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ছাড়া পাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে হতাশ হওয়া যাবে না। কারণ শেষ পর্যন্ত তথ্যগুলো পাওয়ার পর আপনি যখন সংবাদটি করবেন তখন আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। আপনি যে তথ্যগুলো চেয়েছেন তার ভিত্তিতে কখনো পুরস্কার পাওয়ার মতো রিপোর্ট হতে পারে। সে কারণে শ্যামলাল যাদব (Yadav, 2017, p. 216) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, তিনি নিজে হাজার আবেদন করেছেন। অধিকাংশ সময় মনে হয়েছে এগুলো সময়ের অপচয়। কিন্তু কখনোই তিনি ইতিবাচক ফলের দিকে তোয়াক্কা করেননি। আবার অনেক সময় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ছাড়া তথ্য পেতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে। নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো ক্রসচেক বা যাচাই-বাছাই করতে হয়। এক্ষেত্রেও সময় লেগে যায়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে যাচাইকৃত তথ্য পেতে কিছুটা সময় দিলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তথ্য অধিকার আইন

প্রয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে গেলে কতটা ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় তার একটি উদাহরণ হলো ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের ‘One in every nine days’ রিপোর্টটি (Yadav, 2011)। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে কয়েক দফা আবেদন করে রিপোর্টার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পান। শেষ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শ্যামলাল যাদব রিপোর্ট করেন যে, ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মনটেক সিং আলুভালিয়া ২০০৪ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত অবস্থায় ৪২ বার বিদেশ সফরে গিয়ে মোট ২৭৪ কর্মদিবস কাটিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রতি নয়দিনে একটি করে বিদেশ সফর করেছেন (Yadav, 2017, pp. 44-45)।

NEWS • LIVE TV INDIA TODAY APP

HOME E-CHUNAV 2019 ELECTIONS IPL 2019 VIDEOS INDIA MOVIES TECH FACT CHECK TRENDING

FROM THE MAGAZINE

News / Magazine / Nation / RTI reveals Montek Singh spent Rs 2.34 cr on his official trips abroad

RTI reveals Montek Singh spent Rs 2.34 cr on his official trips abroad

Between June 2004 and January 2011, Planning Commission Deputy Chairman has spent 274 days abroad

Shyamlal Yadav
May 14, 2011
ISSUE DATE: May 23, 2011 | UPDATED: May 21, 2011 15:23 IST

Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia

এ রিপোর্টটির জন্য প্রতিবেদককে অপরিসীম ধৈর্য ধরতে হয়েছিল। কয়েকদফা তাকে তথ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বেশ কয়েকবার অসম্পূর্ণ তথ্য দেয়া হয়। কিন্তু রিপোর্টার তাতে দমে যাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। শ্যামলাল যাদবের কাছে তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে ব্যবহার করা গেলে অনুসন্ধানীয় সাংবাদিকতায় মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তিনি মনে করেন, এর জন্য দরকার ধৈর্য, লেগে থাকা আর অধ্যবসায়– ‘If used effectively, the RTI Act can be a powerful and often lethal

tool for investigative journalism. What is important is to get the exiciting ideas and have the ability to pursue one's stories with relentless energy, dogged perseverance, and due diligence.Ó (Yadav, 2017, p. 53)।

১৭. তথ্য নিয়ে অতিরিক্ত কাজ করুন

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর বেশিরভাগই সংবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়। কিন্তু ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার জন্য একদফা তথ্য পেয়ে সেগুলো দিয়ে রিপোর্ট না করে তথ্যগুলোকে প্রথমে গুছিয়ে রাখুন। ভেবে দেখুন আপনার অনুমিতি বা প্রশ্নগুলোর উত্তর এ তথ্যগুলো দিয়েই সম্ভব নাকি এসব তথ্য থেকে নতুন কোনো প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। যদি জন্ম দিয়ে থাকে তাহলে নতুন করে ভাবুন– আর কী তথ্য লাগবে। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলোতে 'ঠিকানা জালিয়াতি করে এক হাজার কনস্টেবল নিয়োগ' শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটিতে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্টার ধামরাই উপজেলায় ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত কতজন কনস্টেবল নিয়োগ পেয়েছেন তার তালিকা পেয়েছেন। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা/থানা

কোটায় পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগপ্রাপ্ত যে সকল কনস্টেবলদের ধামরাই থানা থেকে ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে তাদের বছর-ভিত্তিক সংখ্যা, নাম, পিতার নাম ও স্থায়ী-অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা জানতে চান রিপোর্টার। পুলিশের দেয়া এ তালিকা ধরে তিনি মাঠে নেমে পড়েন পুলিশের দেয়া ঠিকানার সাথে বাস্তবতার কতটুকু মিল আর অমিল তার খোঁজ করতে। প্রমাণ করেন এক গ্রাম থেকে নিয়োগ পাওয়া ৩৫০ জনের মধ্যে ৩৪৭ জনই আদৌ ওই গ্রামের নয় (রায়, ২০১৩)।

শ্যামলাল যাদব তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, খুব কম সংখ্যক সংবাদ শুধু একটি মাত্র আবেদনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে করা যায়। যেমন, সারা ভারতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কী পরিমাণ অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেটি জানতে শ্যামলাল যাদব চার বছরে তথ্য অধিকার আইনে ৭০০ আবেদন করেছেন (Yadav, 2017, p. xviii)।

'যশোরে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি : হতদরিদ্রদের ভাগ মাত্র ২ শতাংশ'- শিরোনামের উপরের রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় স্থানীয় দৈনিক গ্রামের কাগজে ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর। রাজধানী বা তার আশপাশের এলাকার বাইরে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা হচ্ছে এই রিপোর্টটি তার উদাহরণ। এ রিপোর্টের জন্য যশোরের আট উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে করা প্রশ্নগুলো ছিল– ১. দরিদ্র মা'র জন্যে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচিতে আপনার দপ্তরের মাধ্যমে গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কতজন মাকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে? এবং ২. উপকারভোগী মায়েদের পূর্ণ ঠিকানাসহ নামের তালিকা দিন। যশোরের চৌগাছা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কাছে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দরিদ্র মা'র জন্য রিপোর্টার মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্যে ফুলসারা, ধুলিয়ানী, স্বরূপদাহ ও সুখপুকুরিয়া ইউনিয়ন থেকে প্রেরিত

যশোরে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি

হতদরিদ্রের ভাগ মাত্র ২ শতাংশ!

অনুসন্ধান: পেছনের গল্প

মাতৃত্বকাল ভাতা কারা পাচ্ছেন?

কমিটির অনুমোদিত কমিটি, উপজেলা কমিটি, ব্যাংকে প্রেরিত অ্যাডভাইজ ও ভাতাভোগীদের আবেদনে সংযুক্ত ডাক্তারি সনদের কপি চান। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এ প্রতিবেদনে যেসব তথ্য তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো: ১. হতদরিদ্রের ভাগ মাত্র ২ শতাংশ; ২. শর্তের বেপরোয়া লঙ্ঘন পদে পদে দুর্নীতি; ৩. জোড়াতালির ডাক্তারি সনদ; ৪. দশ টাকার অ্যাকাউন্ট বলে ব্যাংকের হেলাফেলা; ৫. নীতিমালার দুর্বলতায় ঘটেছে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি; ৬. শুধু নামেই আছে এনজিও কাজে নেই।

১৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া

অনেক সরকারি কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় না, কাউকে অন্য দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে একটু সহনশীল হওয়া ভালো। কারণ ওই কর্মকর্তার কাজের চাপটিও বিবেচনা করতে হয়। একই বিষয়ে একই বিভাগে একাধিক আবেদন করবেন না। এতে দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিরক্ত হতে পারেন। সাংবাদিক হিসেবে আপনি যদি তথ্যের জন্য আবেদন করেন তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই ধারণাটি দিবেন যে, আপনি সমাজের বৃহত্তর মানুষের উপকারার্থে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার করছেন।

১৯. তথ্য কমিশনারদের সাহায্য নেয়া

বেশিরভাগ তথ্য কমিশনারই সরকারি সাবেক আমলা হয়ে থাকেন। ফলে তারা সরকারি দপ্তরের শৈথিল্য, ধীরগতি ইত্যাদি নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনারদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সাংবাদিকদের বাধা

আমাদের দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এখনো তথ্য অধিকার আইনটি ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অনীহা প্রধানত দায়ী। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কতটা শক্তিশালী ও কার্যকর সে বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক সাংবাদিক এই আইনটি প্রয়োগ করতে চান না। আইনটি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা বিস্তারিত জ্ঞান না থাকা, সংবাদ মাধ্যম বা অফিসের সমর্থন না থাকা, তথ্য পেতে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদিও কমবেশি সাংবাদিকদের

এই আইনটির ব্যবহার থেকে বিরত রাখে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে প্রতিবেদন করার একটি বড় বাধা হলো দরখাস্ত বা আবেদনটি ঠিকমতো করতে না পারা। দরখাস্তটি হতে হবে সুনির্দিষ্ট, যাতে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ দরখাস্তে ফাঁকফোকর বের করে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানাতে না পারে। আইন কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যক তথ্যগুলো অবশ্যই দরখাস্তে থাকতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনটি অসম্পূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দেবে। অনেক সাংবাদিক উৎসাহবশত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেলে পরের ধাপগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনীহা দেখা যায়। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক সাংবাদিক তথ্য কমিশনে অনলাইনে অভিযোগ দায়েরের পর শুনানিতে অনুপস্থিত থাকেন। শুনানিতে অনুপস্থিত থাকা অভিযোগ খারিজের একটি বড় কারণ। যেমন, ২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে ১৩৮ ও ১৫৮ নং অভিযোগ দুটি করেছিলেন রাইটার্স বিডি ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার আশরাফুল ইসলাম ইমন। কিন্তু তিনি দুটো অভিযোগের ক্ষেত্রে শুনানিতে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে তথ্য কমিশন তার অভিযোগ খারিজ করে দেন (তথ্য কমিশন, ২০১৮)।অবশ্য বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদের পক্ষে ঢাকায় এসে শুনানির জন্য সময় ও অর্থ খরচ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে শুনানির বিষয়টি বিকেন্দ্রীকরণের কথা তথ্য কমিশন গুরুত্বের সাথে ভাবতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি যেহেতু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার সে কারণে এর জন্য কর্মস্থলের সমর্থন দরকার হয়। আমাদের দেশের অনেক সিনিয়র সাংবাদিক এই আইনটির প্রতি এক ধরনের বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তারা মনে করেন, সাংবাদিকদের প্রথাগত কৌশল বা সূত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহই উত্তম পদ্ধতি। এক্ষেত্রে রিপোর্টারকে আগেই জানতে হবে তার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য

আইনটি ব্যবহারের সাথে পরিচিত কিনা। অর্থাৎ তার অফিস তথ্য সংগ্রহের জন্য আইনটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে কিনা। যদি প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সাথে পরিচিত না হয় তাহলে আপনিই হবেন প্রথম রিপোর্টার যিনি অফিসের সংবাদকক্ষের সংস্কৃতি পরিবর্তন ঘটাতে যবেন। বিষয়টি শুরুতে সহজ নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপকদের রাজি করাতে হবে। তাঁদের বোঝাতে হবে যে, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করাটা সময়ের অপচয় নয় বরং কার্যত এটি সাংবাদিকতার একটি দরকারি অংশ হতে পারে। আপনার অফিস যদি একেবারেই রাজি না হয় বা সংবাদকক্ষ এ ধরনের সংস্কৃতিকে সমর্থন না করে সেক্ষেত্রে কিছুটা কৌশলী হতে পারেন। প্রথমেই অফিসকে না জানিয়ে নিজে দু-একটি সংবাদের জন্য আইনটি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করুন। তারপর সেগুলোর সাফল্য অফিসকে জানান। পাশাপাশি আপনার সাফল্যের কথা জানিয়ে অন্য সহকর্মীদেরও তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিপরীতে রক্ষাকবচ তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সাংবাদিকদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইনগত দিক থেকে সবচেয়ে বড় বাধাটি ছিল অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিরক্ষা ও সামরিক গোপন তথ্য যাতে শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছতে না পারে মূলত সে লক্ষ্যেই ১৯২৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আইনটি প্রণয়ন ও কার্যকর করে। এই আইনটি এখনো বলবৎ আছে। এই আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো গোপন সরকারি সংকেত শব্দ, কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, টোকা, দলিল বা তথ্য সংগ্রহ করে এবং গ্রহণ করার সময়ে সে যদি জ্ঞাত থাকে বা জ্ঞাত থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, সরকারি গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করে এগুলো জ্ঞাপন বা সরবরাহ করা হয়েছে, তাহলে এই ধারার অধীনে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। ১৯২৩ সালের এই আইনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নিষিদ্ধ স্থানের দোহাই দিয়ে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে (রঞ্জনা ও অলক, ২০১০, পৃ-৫০)। কিন্তু ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরের পর ব্রিটিশ শাসনামলের তথ্য গোপনের সংস্কৃতির পথ বন্ধ হতে শুরু করে। তথ্য অধিকার আইনের ৩ নং ধারায় পূর্বতন সব আইনের ওপর নতুন আইনটির প্রাধান্যের কথা স্বীকার করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

ধারা ৩। আইনের প্রাধান্য– প্রচলিত অন্য কোনো আইনের –

ক. তথ্য প্রদান-সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না; এবং

খ. তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

১৪৮ বছরের বছরের পুরনো এভিডেন্স অ্যাক্টের ১২৩ থেকে ১২৫ ধারা মতে কোনো সরকারি অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয় প্রধানই শুধু তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা রাখেন। রুলস অব বিজনেস (১৯৯৬) সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশে সরকারি কর্মকর্তাগণের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে (হালিম, ২০১৯, পৃ-১৩)। ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারীদের (আচরণ) বিধিমালায় অনুরূপ বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন) পাসের পর থেকে আবারও সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও লেখালেখি, সভা-সেমিনার হয়েছে। তবে এসব আলোচনার বেশিরভাগই ধারণাগত, যা তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে প্রশাসনিকভাবে আইনের যথেষ্ট অপপ্রয়োগের কারণে।

আইনগত দিক থেকে বিবেচনা করলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরে কার্যকর হলেও তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনেক বেশি প্রাধান্যশীল। অর্থাৎ দুই আইনের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। কারণ খোদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেই এ কথা বলা আছে–

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

ধারা ৩। আইনের প্রয়োগ–

এই আইনের কোনো বিধানের সাথে যদি অন্য কোনো আইনের কোনো বিধান অসামঞ্জস্য হয়, তা হলে অন্য কোনো আইনের বিধানের সাথে এই আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্য হয় ততখানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। তথ্য অধিকার আইনে অবাধ তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। অন্য কোনো আইনের মাধ্যমে এই আইনের বিধান ক্ষুণ্ন হবে না' (প্রথম আলো, ২০১৮)।দুটি আইনের ৩ নং ধারায় 'আইনের প্রাধান্য'র যে নির্দেশনা দেয়া আছে তার ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যেখানে অধিকার ক্ষুণ্ন করবে, সেখানে তথ্য অধিকার আইনই সুরক্ষা দেবে।

সাংবাদিকরা তাদের প্রথাগত পদ্ধতি অর্থাৎ মানবীয় সূত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। মানবীয় সূত্রের কাছ থেকে নথিপত্র ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে রিপোর্ট করে থাকে। বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকরা এভাবেই কাজ করেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পর আশঙ্কা করা হচ্ছে, আইনটির ১৭, ১৮, ৩২ ও ৩৩ নং ধারাগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথকে সংকুচিত করে দেবে। আগে যে পদ্ধতিতে সাংবাদিকরা মানবীয় সূত্রের কাছ থেকে তথ্য ও নথিপত্র বা প্রমাণ সংগ্রহ করতেন এসব ধারার কারণে প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কারণ সূত্র ও সাংবাদিক দুজনই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনানুযায়ী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। ১৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে (ক) বেআইনিভাবে প্রবেশ করেন, বা (খ) বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে এর ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট বা অকার্যকর করেন অথবা করার চেষ্টা করেন, তাহলে ওই ব্যক্তির অনুরূপ কাজ হবে একটি অপরাধ। ১৮(১) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে– (ক) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ

করতে সহায়তা করেন, বা (খ) অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন, তাহলে ওই ব্যক্তির অনুরূপ কাজ হবে একটি অপরাধ। ৩৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমে বে-আইনি প্রবেশ করে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো আর্থিক বা বাণিজ্যিক সংস্থার কোনো তথ্য-উপাত্তের কোনোরূপ সংযোজন বা বিয়োজন, স্থানান্তর বা স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেন বা করতে সহায়তা করেন তাহলে ওই ব্যক্তির অনুরূপ কাজ হবে একটি অপরাধ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের এই তিনটি ধারায় বেআইনি প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনুমোদনহীনভাবে কোনো তথ্য পাওয়ার চেষ্টাকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে বেআইনি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অথবা চুরি করা তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করলে জেল-জরিমানার উদাহরণ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হ্যাকারদের চুরি করা ডেটার অনলাইন লিংক পোস্ট করার অভিযোগে ২০১৫ সালে আদালত মার্কিন সাংবাদিক ব্যারেট ব্রাউনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল (জায়েদ, ২০১৫)। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সাংবাদিক যেসব তথ্য পান বা পাবেন তার কোনোটিই বেআইনি নয়। বরং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করে তথ্য পেয়ে থাকেন। এখানে সবকিছুই আনুষ্ঠানিক, লুকোচুরির কিছু নেই। ফলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৭, ১৮ ও ৩৩ নং ধারা তিনটির বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উপরন্তু তথ্য অধিকার আইন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন—কোনো অনুসন্ধানী সাংবাদিক তার কোনো মানবীয় সূত্র থেকে কোনো বিষয়ে ১০টি তথ্য পেলেন যেখানে ৯টি ঠিক ও ১টি ভুল। অন্য কোনো মানবীয় সূত্রের মাধ্যমে তিনি ক্রসচেক বা যাচাই করেও একই ধরনের তথ্য পেলেন। শেষে তার ওই ১০টি তথ্য সংবাদে প্রকাশ হলো। এক্ষেত্রে ওই একটি ভুল তথ্যের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে। সাংবাদিক আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এই তথ্যগুলো যদি তিনি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পান সেক্ষেত্রে এ ধরনের আশঙ্কা কম থাকে। প্রথমত তার ভুল তথ্য পাওয়ার আশঙ্কা কম (তবে অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মকর্তা ভুল তথ্য দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা যাচাই-বাছাই করতে হবে)। কারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি তথ্যের জন্য অনুরোধকারী যা যা তথ্য চেয়েছেন তার ভিত্তিতে তথ্য দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের যেহেতু একটি আইনগত ভিত্তি আছে সেজন্য এটি আইনি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে ধারাটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেটি হলো ধারা ৩২। এই ধারায় বলা আছে—

১) যদি কোনো ব্যক্তি Official Sectrets Act 1923 (Act No. XIX of 1923)-এর আওতাভুক্ত কোনো অপরাধ কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করতে সহায়তা করেন, তাহলে তিনি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন করেন, তাহলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এখানে চিন্তার মূল কারণ হলো, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনটির প্রয়োগের আশঙ্কা। দেশের জনগণের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের বিধান যেভাবে সীমিত করা হয়েছিল, সেই আইনটির বিধানাবলি আবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের হাত ধরে ফিরে এসেছে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে সংশয় আছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেই তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে, দেশের জনগণ সরকার ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন ধরনের তথ্য পাবেন আর কোন তথ্যগুলো পাবেন না। ফলে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের লঙ্ঘন তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন হুইসেলব্লোয়ার বা স্বপ্রণোদিত তথ্য দাতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও আইনগতভাবে স্বীকৃত তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ডেটা সাংবাদিকতা ও তথ্য অধিকার আইন

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাংবাদিকদের অবারিত তথ্যের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। কম্পিউটারের ব্যবহার এ কাজকে সহজতর করেছে। একটি সংবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় তথ্যের গতিপথ নির্দেশ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব বাড়ছে নতুন শব্দবন্ধ ডেটা জার্নালিজম বা উপাত্ত সাংবাদিকতার।

ডেটা জার্নালিজম শব্দবন্ধ প্রথম ব্যবহার করেন Simon Rogers, ২০০৮ সালে গার্ডিয়ান পত্রিকার ইনসাইডার ব্লগে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এক লেখায় তিনি বলেন–

'*As of yesterday, our development team has come up with an application which takes the raw data and turns it into an editable map. Which meant that we could produce a fantastic interactive graphic based on these figures. It's data journalism – editorial and developers producing something technically interesting and that changes how we work and how we see data.*' (Knight, 2015)

রজার্সের এ কথা থেকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি ডেটা জার্নালিজম বলতে একেবারে সুনির্দিষ্ট একটি নতুন সফটওয়্যার ব্যবহারের কথা বলেছেন। কিন্তু ডেটা বা উপাত্ত নিয়ে সাংবাদিকতায় কাজ করার অভিজ্ঞতা গার্ডিয়ানের বহু আগে থেকেই ছিল। ডেটা সাংবাদিকতার প্রথম উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২১ সালে গার্ডিয়ান পত্রিকায়। ম্যানচেস্টার শহরের বিদ্যালয়গুলোতে কত শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং বিদ্যালয়প্রতি খরচ কেমন হয়– এ বিষয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে ডেটা সাংবাদিকতা ব্যবহৃত হয় (Gray, Bounegru, & Chambers, 2012)। যুক্তরাষ্ট্রে ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন ডিজিটাল ডেটা ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকে ডেটা সাংবাদিকতা পরিচিতি লাভ করে (Parasie & Dagiral, 2013)। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের নামিদামি সংবাদ মাধ্যমগুলো বুঝতে পারে সাংবাদিকরা অনেক বেশি উপাত্ত সংগ্রহ করেন বা উপাত্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। যে কারণে এসব সংবাদমাধ্যম প্রোগ্রামার নিয়োগ দেন। ডেটা জার্নালিজম আগে 'datadriven journalism' নামে পরিচিত ছিল। আবার ডেটা সাংবাদিকতার সাথে কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিংয়ের (Computer Assisted Reporting-CAR) তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। একটিতে হাতিয়ার হিসেবে মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো – কম্পিউটার; অন্যটিতে ডেটা বা উপাত্ত।

ডেটা সাংবাদিকতা হলো সংবাদগল্প নির্ধারণ বা সংবাদ তৈরির জন্য সাংবাদিক কর্তৃক বিপুল পরিমাণ তথ্যের ব্যবহার। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা শুরু হয় নানা ধরনের উপাত্ত থেকে। বাছাইকৃত উপাত্তগুলো ব্যাখ্যা করা হয় এবং সেসব উপাত্তের ভিত্তিতে ঘটনা বা বিষয়ের একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হয়। এটি হতে পারে সংখ্যা, হতে পারে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত। ডেটা সাংবাদিকতাকে আরো সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য দুটো সংখ্যার প্রয়োজন– শূন্য ও এক। আজকের ডিজিটাল যুগে ছবি, ভিডিও কিংবা অডিও সবকিছু এই দুটো সংখ্যার মাধ্যমে

বিশ্লেষণকরা যায়। খুন, রোগ, ভোট, দুর্নীতি ও মিথ্যা – এসব কিছুকে শূন্য ও এক– এই দুই সংখ্যার মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে ডেটা সাংবাদিকতা (Gray, Bounegru, & Chambers, 2012, p. 2)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগল্পকে স্প্রেডশিট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সাহায্যে অনেক বেশি পাঠযোগ্য ও মনোমুগ্ধকর করে তোলে ডেটা সাংবাদিকতা। সংবাদ গ্রাফিক্স, ডিজাইন বা নকশা এবং পাঠকের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকটিভিটির সমন্বয় হলো ডেটা সাংবাদিকতা। অর্থাৎ এক্সেলের মতো স্প্রেডশিট থেকে শুরু করে উচ্চতর ডেটা প্রক্রিয়াকরণ (অ্যাডভান্সড ডেটা প্রোসেসিং) ও ডেটা ভিজ্যুলাইজেশনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রামগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যাকৃত উপাত্ত ডেটা সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। কম্পিউটারের এই হাতিয়ারগুলো বিভিন্ন ধরনের ডেটা বা উপাত্তের মধ্যকার তুলনা, ব্যাখ্যা, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সাবলীল ও নিখুঁতভাবে করে থাকে। ফলে ঘটনা বা বিষয়ের নতুন প্রেক্ষাপট সহজে তুলে ধরা যায়। এতে ঘটনা বা বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের কাছে কাঠখোট্টা মনে হয় না, তাদের কাছে এগুলো সহজেই বোধগম্য হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান বা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনেক সময় সংবাদগল্পকে ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে। Veglis I Bratsas মনে করেন, 'Data journalism as the process of extracting useful information from data, writing articles based on the information and embedding visualizations (interacting in some cases) in the articles that help readers to understand the significance of the story or allow them to pinpoint data that relate to them.' (Veglis & Bratsas, 2017)। তবে ডেটা সাংবাদিকতা বলতে কোনোভাবেই সাংবাদিকতার মৌলিক যে ভিত্তি তাকে অস্বীকার করা যায় না। বরং সাংবাদিকতার মূলনীতিগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তিগত হাতিয়ার ব্যবহারের কারিশমাই হলো ডেটা সাংবাদিকতা। অর্থাৎ ডেটা সাংবাদিকতা করতে নির্ভুলতা, যথার্থতা ও স্পষ্টতার কথা ভুলে গেলে চলবে না।

চিত্র: দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় ডেটা সাংবাদিকতা

ডেটা বা উপাত্তের ব্যবহার অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। সে কারণে অনেকে মনে করেন, প্রচলিত অনুসন্ধানী রিপোর্টিং থেকে ডেটা সাংবাদিকতা এসেছে। এখানেও সাংবাদিক তথ্যের গভীরতা অনুসন্ধান করেন। সাথে যোগ করতে হয় উচ্চমাত্রার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল দক্ষতা। ডেটা সাংবাদিকতা সংখ্যা, আধেয় বা ছবি এমন বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে সংবাদগল্পের ভিত্তি দাঁড় করানো যায়– 'We see data journalism as the craft of crunching numbers or analysing text or images or metadata to find patterns or outliers that could form the basis of a new story, or give us colour and clues, which the same journalist should be able to report out and develop into a story. (Marzouk & Boros, 2018, p. 10)'। যেমন– জাতীয় সংসদে কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয় কিংবা নেতিবাচক নীতিমালার কারণে গত ৫০ বছরে দেশের কত শতাংশ বনভূমি হ্রাস পেয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে ডেটা সাংবাদিকতা করা যায়। আবার ডেটা কখনো কখনো নিজেও সংবাদ হতে পারে। যেমন– উইকিলিক্স, পানামা পেপার ইত্যাদি ফাঁসকৃত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সংবাদ করা যায়। রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী কিংবা সেলিব্রেটিদের নিয়ে ফাঁসকৃত চমকপ্রদ তথ্য অনেক বড় বড় সংবাদগল্পের জন্ম দেয়। তবে ডেটা বা উপাত্ত কখনোই একজন সাংবাদিককে বলে দেবে না কেন এবং কীভাবে ঘটনা বা বিষয়টি ঘটেছে। একজন সাংবাদিক যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চান বা যেসব বিষয়ে পাঠক-দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান সেগুলোর ব্যাপারে ডেটা ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র।

২০০৯ সালের ১৮ জুন দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা ব্রিটিশ এমপিদের খরচ নিয়ে এক সাড়া জাগানো রিপোর্ট করে, যা ডেটা সাংবাদিকতার অনন্য উদাহরণ (Rogers, 2009)। ইন্টারনেটে ক্রাউডসোর্সিংয়ের ভালো উদাহরণ এই রিপোর্টটি। হাউস অব কমন্সের ৬৪৬ জন প্রতিনিধির আয়-ব্যয়ের খতিয়ান এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়। সাড়ে ৫ হাজার পিডিএফ ফাইলের মধ্যে থাকা ৭ লাখ নথিপত্র পাঠক খুঁজে পাচ্ছে ক্লিক করলেই।

Veglis ও Bratsas (2017) ডেটা সাংবাদিকতার কাজের প্রবাহকে ছয়টি স্তরে ভাগ করেছেন– ডেটা সংকলন (Data Compilation), ডেটা পরিষ্কারকরণ (Data Cleaning), ডেটা বোঝা (Data Understanding), ডেটা যাচাইকরণ (Data Validation), ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন (Data Visualization) এবং নিবন্ধ লেখা (Article Writing)।

চিত্র: ডেটা সাংবাদিকতার স্তরসমূহ (Veglis & Bratsas, 2017)

এ মডেল অনুযায়ী, প্রথম ধাপে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক সাংবাদিকতার প্রচলিত হাতিয়ার (ইন্টারনেট, সাক্ষাৎকার, নথিপত্র, পর্যবেক্ষণ ও জরিপ) ব্যবহার করে নানা সূত্র থেকে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় ধাপে এসব উপাত্তের মধ্যে কী ধরনের ভুলভ্রান্তি আছে তা চিহ্নিত করেন। এ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তগুলোকে কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ভুলগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন ধরনের কোড, চলক ও শ্রেণিতে ভাগ করে উপাত্তগুলোকে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাজনকে বোঝার জন্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত উপাত্তগুলোকে অর্থবহ করে তোলার জন্য নতুন ডেটা বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। সার্বিকভাবে এসব উপাত্তকে গঠনমূলক ও সৃজনশীলভাবে বিশ্লেষণের জন্য সাংবাদিকের ডেটা-সাক্ষরতা বা জ্ঞান দরকার হয়। চতুর্থ স্তরটি সাংবাদিকতার মৌলিক নীতির দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরে মৌলিক উপাত্তগুলো সংগৃহীত অন্যান্য উপাত্তের মাধ্যমে ক্রস-চেক বা যাচাই-বাছাই করতে হয় (Veglis, 2013)। মনে রাখতে হবে, প্রচলিত সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিক যেভাবে অন্য তথ্যকে যাচাই-বাছাই করেন সেভাবে ডেটা সাংবাদিকতায়ও সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্তগুলোকে যাচাই করা ছাড়া সংবাদগল্পে স্থান দেয়া যাবে না। যেমন– কে এসব ডেটা সংগ্রহ করেছে, কখন করেছে, কীভাবে করেছে, কোন উদ্দেশ্যে করেছে– এ বিষয়গুলো খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন হলো ডেটা বা উপাত্তের ব্যাখ্যা এবং সেগুলো মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলতে বিমূর্ত তথ্যের গ্রাফিক্যাল প্রদর্শন (Cairo, 2013)। অর্থাৎ সংখ্যা, পরিসংখ্যান, জরিপের ফলাফল এগুলো বেশ খটখটে হয়। মানুষের পক্ষে একের পর এক সংখ্যা, পরিসংখ্যান বোঝা কষ্টকর; অসম্ভবও বটে। সে কারণে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হয়। আর ব্যাখ্যার আগে প্রথমেই দরকার হয় ডেটাগুলো হৃদয়ঙ্গম করা। সবশেষে রিপোর্টারকে তার সংবাদটি লিখতে হয়। এ ধরনের লেখার একটি বিশেষত্ব হলো এখানে কিছু বাহ্যিক লিংক জুড়ে দেয়া হয়। যেমন- অন্য কোনো প্রবন্ধ বা খবরের লিংক। ২০১৪ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের সময় ডেটা সাংবাদিকতার মাধ্যমে নিউইয়র্ক টাইমসের অনলাইন ভার্সনে একটি চমৎকার রিপোর্ট প্রকাশ হয়। বিশ্বকাপের অংশগ্রহণকারী দলগুলোর খেলোয়াড়রা কে, কোন ক্লাবে খেলেন, বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনে কোন ক্লাবের কেমন অবদান এসব নিমিষেই পাঠক এক রিপোর্ট থেকে তথ্য পেয়ে যান (Aisch, 2014)।

চিত্র : নিউইয়র্ক টাইমসে ডেটা সাংবাদিকতা

এ ধরনের রিপোর্টের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো– ইন্টারঅ্যাকটিভিটি। অর্থাৎ পাঠকের কাছে এটি শুধু রিপোর্ট নয়, একটি ভিডিও গেমের মতো মনে হবে। যেমন– নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্বকাপ-সংক্রান্ত রিপোর্টটিতে পাঠক নিজেই যে কোনো ক্লাব, খেলোয়াড়ের বৃত্তান্ত সহজেই বের করতে পারেন।

ডেটা সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিকের কিছু বিষয়ে দক্ষতার দরকার হয়। এক্ষেত্রে তিনটি দক্ষতা অর্জন করতে হয়– ডেটা বা উপাত্ত লাভের দক্ষতা, ডেটা বা উপাত্ত গোছানোর দক্ষতা এবং ডেটা বা উপাত্ত ব্যাখ্যাকরণের দক্ষতা। এ তিনটির যথাযথ ব্যবহার ও সমন্বয় ছাড়া ডেটা সাংবাদিকতায় সাফল্য পাওয়া কঠিন। ডেটা বা উপাত্ত লাভের দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে একজন রিপোর্টারকে প্রথমেই উন্মুক্ত বা ওপেন সোর্সগুলো থেকে সহজলভ্য তথ্য ও উপাত্তগুলো সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। এরপরই নজর দিতে হবে সরকারি দপ্তরগুলোর ডাটাব্যাংকে। সেখানেও যেসব ওপেন সোর্স আছে সেখান থেকে উপাত্ত জোগাড় করতে হবে। তারপর রিপোর্টার তার সংবাদের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলোর আলোকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্যের জন্য যথাযথ উপায়ে আবেদন করতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের জন্য একাধিকবার তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত রিপোর্টারের হাতে আসতে পারে। এসব ডেটা বা উপাত্তকে সংগঠিত করা এবং এগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য দরকার ডেটা সাংবাদিকতা। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক প্রচুর তথ্য, পরিসংখ্যান পেতে পারেন। কিন্তু একদিকে সেসব তথ্যের মর্মোদ্ধার করতে না পারলে অন্যদিকে সেসব তথ্যকে পাঠযোগ্য করতে না পারলে এত পরিশ্রম কোনো কাজে আসবে না। সেজন্য তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো ফলপ্রসূভাবে রিপোর্টে ব্যবহারের জন্য ডেটা সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করা দরকার। তথ্য অধিকার আইনের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডেটা সাংবাদিতার হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে একটি রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি কিভাবে সহজেই তুলে ধরা যায় তার উদাহরণ দিয়েছেন ভারতীয় সাংবাদিক শ্যামলাল যাদব।

NEWS • LIVE TV INDIA TODAY APP

HOME | E-CHUNAV 2019 | ELECTIONS | IPL 2019 | VIDEOS | INDIA | MOVIES | TECH | FACT CHECK | TRENDING

FROM THE MAGAZINE

News / Magazine / Cover Story / Frequent fliers

Frequent fliers

In this globalised world, the perks of foreign travel have never been so widely utilised. It is now in the nature of official business to travel to different parts of the world. The ministers of this high-flying government — UPA travelled at will to log enough miles to circle the earth 256 times.

Archives: Official tourists

Shyamlal Yadav
February 8, 2008
ISSUE DATE: February 18, 2008 | UPDATED: May 12, 2008 19:11 IST

This is one high-flying government. In this globalised world, it is now in the nature of official business to travel to different parts of the earth making new friends, lesser enemies and influencing people.

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে শ্যামলাল যাদবের প্রথম অনুসন্ধানী রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনে ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি (Yadav, 2008)। তথ্যের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ৫৯টি দরখাস্ত দেন। তিন মাস অনুসন্ধানের পর তার কাছে প্রচুর তথ্য আসে। এসব তথ্য হাতে-কলমে যোগ করে তিনি দেখতে পান ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রগেসিভ এলায়েন্স) সরকারের ৭৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭১ জন মন্ত্রী ১,২৮৭ দিনে ৭৮৬ বার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন, যার মোট সময় হলো ৩,৭৯৮ দিন (Yadav, 2017, p. 38)। ওই সময় পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শঙ্কর আয়ার তাঁকে কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যগুলো নতুন করে ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দেন। এ পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে তিনি ৭০০ পৃষ্ঠার নথিপত্রের তথ্য ১৫দিন ধরে এক্সেল শিটে নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণের জন্য একটি সফটওয়্যারের সাহায্য নেন। এরপরই জানতে পারেন ৭১ জন মন্ত্রী ১০.২ মিলিয়ন কিলোমিটারেরও বেশি পথ ভ্রমণ করেছেন। এ সংখ্যাকে তিনি পৃথিবীর মোট পরিধি (৪০,০০৮ কি.মি) দিয়ে ভাগ দেন। পেয়ে যান নতুন এক তথ্য– ৭১ জন মন্ত্রী পুরো পৃথিবী ২৫৬ বার প্রদক্ষিণ করেছেন। পাল্টে যায় রিপোর্টের সূচনা বা ইন্ট্রো (Yadav, 2017, p. 38)।

২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সারা ভারতে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। এরপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সব মন্ত্রণালয়ে ইউনিয়ন মিনিস্টারদের চিঠি পাঠান। সেখানে বলা ছিল, বিদেশ ভ্রমণ অফিসিয়াল এবং দেশের ভেতর ভ্রমণের ক্ষেত্রে মাইলেজ এর হিসাব প্রযোজ্য হবে। এটা করা হয়েছে এজন্যে যাতে মন্ত্রীরা বিদেশ ভ্রমণ কম করেন এবং খরচ বাঁচান।

NEWS • LIVE TV **INDIA TODAY** APP MAGAZINE

DULE | E-CHUNAV 2019 | ELECTIONS | IPL 2019 | VIDEOS | INDIA | MOVIES | TECH | FACT CHECK | •••

Babus" flights of fancy

An India Today investigation shows that despite calls for cost cutting, bureaucratic jaunts continue to bleed the exchequer. The issue is not money alone but neglect of important tasks at home that officers are assigned. A special report by ***Shyamlal Yadav****.*

Shyamlal Yadav
September 5, 2008
ISSUE DATE: September 15, 2008 | UPDATED: September 20, 2008 16:04 IST

When Prime Minister Manmohan Singh recently wrote to his cabinet ministers, asking them to curtail their expenses on air travel and undertake foreign trips only when deemed

ডেটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে হয়। এটি করলে ইস্যু বা বিষয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। ২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'Babus' Flights of Fancy'– এই শিরোনামে (Yadav, 2008a)। এই রিপোর্টের জন্য তিনি ছয় মাসে ৮০টি আবেদন করেছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৪৬টি মন্ত্রণালয়ের ১৫৭৬ অফিসার ৪০ মাসে যে পরিমাণ বিদেশ সফর করেছেন, তাতে ৭৪ বার চাঁদে আসা-যাওয়া করা যেত। টোটাল মাইলেজ ছিল ৫,৬৫,৬২,৪২৬ কিলোমিটার।এই দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য www.geobytes.com রিপোর্টার নামে একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন (Yadav, 2017, p. 54)।

Globe-trotting officers I

Ministry	Travelling officers	Kilometres	Stayed abroad	Expenses
Agriculture	91	2783223	1115 days	Rs 27512455
Commerce	101	11256794	5751 days	Rs 89915136
Finance	119	4297795	1726 days	Rs 54255183
Home Affairs	120	2748256	1345 days	Rs 25505615
Coal	15	628494	157 days	Rs 7480742
Parliamentary Affairs	1	13668	1 day	Rs 351622
Water Resources	118	1886876	1530 days	Rs 15118953
Corporate Affairs	13	476804	113 days	Rs 5741667
Tourism	20	779620	287 days	Rs 11618684
Steel	23	384176	191 days	Rs 4496909
Social Justice and Empowerment	20	392549	237 days	Rs 3689723

তথ্যসূত্র

Access Info Europe and n-ost. (2010). LegalLeaks Toolkit: A Guide for Journalists on how to Access Government Information. Retrieved April 04, 2019, from LegalLeaks: https://www.legalleaks.info/wp-content/uploads/2018/06/Legal_Leaks_English_International_Version.pdf

Adams, S., & Hicks, W. (2009). Interviewing for Journalists (2nd ed.). New York: Routledge.

Aisch, G. (2014, June 20). Brazil 2014: The Clubs that Connect the World Cup. Retrieved April 06, 2019, from The New York Times: https://www.nytimes.com/interactive/2014/06/20/sports/worldcup/how-world-cup-players-are-connected.html?_r=1

ARTICLE 19. (2018, September 27). Right to Know Day 2018: Progress on information access around the world. Retrieved April 04, 2019, from ARTICLE 19: https://www.article19.org/resources/right-to-know-day-2018-progress-on-information-access-around-the-world/

Blair, T. (2010). A journey: My political life. London: Vintage.

Burgh, H. d. (2008). Investigative Journalism: Context and Practice (2nd ed.). New York: Routledge.

Cairo, A. (2013). The functional art: an introduction to information graphics and visualization. New Riders.

Cave, D. (2012, January 11). Mexico Updates Death Toll in Drug War to 47,515, but Critics Dispute the Data. Retrieved April 02, 2019, from The New York Times: https://www.nytimes.com/2012/01/12/world/americas/mexico-updates-drug-war-death-toll-but-critics-dispute-data.html

Coronel, S. S. (2009). Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans. Sarajevo: Balkan Investigative Reporting Network.

Datta, S. (2009, July 27). Whose Name On A Grain Of Rice? Retrieved March 30, 2019, from Outlook: https://www.outlookindia.com/magazine/story/whose-name-on-a-grain-of-rice/250566

Ettema, J., & Glasser, T. (1998). Custodians of Conscience. Investigative Journalism and Public Virtue. New York: Columbia University Press.

Express News Service. (2013, September 03). MPs house other MPs as guests in their official accommodation, reveals RTI. Retrieved April 13, 2019, from Indian Express: http://archive.indianexpress.com/news/mps-house-other-mps-as-guests-in-their-offic/1163930/

Feldstein, M. (2006). A Muckraking Model: Investigative Reporting Cycles inAmerican History. Press/Politics, 11 (2).

Fleur, M. D. (1997). Computer Assisted Investigative Reporting. Erlbaum Associates: New Jersey.

Gray, J., Bounegru, L., & Chambers, L. (Eds.). (2012). The Data Journalism Handbook (1st ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.

Hossain, E., & Halder, C. C. (2011, October 19). Deaths from Toxic Paracetamol: All records 'lost' from drug office. Retrieved March 30, 2019, from The Daily Star: https://www.thedailystar.net/news-detail-207141

Hunter, M. L. (2012). The Global Investigative Journalism Casebook: UNESCO Series on Journalism Education. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Kantumoya, L. M. (2004). Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook. Zambia: Transparency International Zambia.

Knight, M. (2015). Data journalism in the UK: a preliminary analysis of form and content. Journal of Media Practice, 16 (1), 55-72.

Marzouk, L. (2015). Exposing the Truth: A Guide to Investigative Reporting in Albania. Tirana, Albania: Balkan Investigative Reporting Netwok.

Marzouk, L., & Boros, C. (2018). Getting Started in Data Journalism. Tirana, Albania: Balkan Investigative Reporting Network in Albania.

Parasie, S., & Dagiral, E. (2013). Data-driven journalism and the public good: "Computer-assisted-reporters" and "programmer-journalists" in Chicago. New Media & Society, 15 (6), 853–871.

Rogers, S. (2009, June 18). How to crowdsource MPs' expenses. Retrieved April 06, 2019, from The Gurdian: https://www.theguardian.com/news/datablog/2009/jun/18/mps-expenses-houseofcommons

Tong, J. (2011). Investigative journalism in China: Journalism, power, and society. New York: The Continuum International Publishing Group.

Ullmann, J., & Honeyman, S. (1983). The reporter's handbook: An investigator's guide to documents and techniques. New York: St Martin's Press.

UNODC. (2013). Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

Veglis, A. (2013). Education of Journalists on ICTs: Issues and Opportunities. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 2 (2), 265-279.

Veglis, A., & Bratsas, C. (2017). Journalists in the age of Data Journalism: The case of Greece. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 6 (2).

Williams, P. N. (1978). Investigative Reporting and Editing. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Yadav, S. (2008a, September 15). Babus' flights of fancy. Retrieved April 13, 2019, from Indian Today: https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20080915-babus-flights-of-fancy-737550-2008-09-05#

Yadav, S. (2008, February 08). Frequent fliers. Retrieved April 06, 2019, from Indian Today: https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20080218-frequent-fliers-735355-2008-02-08

Yadav, S. (2013, May 15). It's all in the family: 146 MPs employ relatives as their personal assistants. Retrieved April 13, 2019, from Indian Express: http://archive.indianexpress.com/news/its-all-in-the-family-146-mps-employ-relat/1115983/

Yadav, S. (2017). Journalism through RTI: Information Investigation Impact . New Delhi: Avantika Printers Pvt Ltd.

Yadav, S. (2012, June 1). Officials fly frequently, their points keep govt guessing. Retrieved April 13, 2019, from Indian Express: http://archive.indianexpress.com/news/officials-fly-frequently-their-points-keep-govt-guessing/956302/

Yadav, S. (2011, 23 May). RTI reveals Montek Singh spent Rs 2.34 cr on his official trips abroad. Retrieved April 07, 2019, from Indian Today: https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20110523-rti-montek-singh-alhuwalia-spent-rs-2.34-cr-on-his-official-foreign-trips-746053-2011-05-14

এমআরডিআই (২০১১), *তথ্য অধিকার আইন: সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

চৌধুরী, মিরাজ আহমেদ (২০১৯, মে ১৩), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় জরিপ: যে খবর এড়িয়ে যাওয়া কঠিন, ২৮ মে, ২০১৯ তারিখে Global Investigative Journalism Network https://gijn.org/2019/05/13/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9C/?fbclid=IwAR18xQG44AZPvsbttgNXbjZxUZhv8DQ6Udx5OnegcYuGCFkQ-vGgQrv-igg থেকে সংগৃহীত

জায়েদ, আহমেদ (২০১৫, জানুয়ারি ২৩), অ্যানোনিমাস সমর্থক সাংবাদিকের কারাদণ্ড, এপ্রিল ০৬, ২০১৯ তারিখে bdnews24.com: https://bangla.bdnews24.com/tech/article914351.bdnews থেকে সংগৃহীত

তথ্য কমিশন, (২০১৮), এপ্রিল ১২, ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশন: https://drive.google.com/drive/folders/1nT-WGL2PEnt-pxBq5JG39UW2Ck9 WRVIc থেকে সংগৃহীত

প্রথম আলো (২০১৮, সেপ্টেম্বর ২৮), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, এপ্রিল ০৫, ২০১৯ তারিখে প্রথম আলো : https://www.prothomalo.com/ bangladesh/article/1559318///////////////////%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8 থেকে সংগৃহীত

ফেরদৌস, রোবায়েত, চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও হক, সাইফুল, (২০১৫), দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ফারহানা আফরোজ (২০১২), *তথ্য অধিকার আইন: কাঠামো ও প্রয়োগ*, ঢাকা: ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)।

সংযোজনী

সংযোজনী-১

তফসিল-১
[প্রবিধান ৩(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১।	কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, প্রত্যেক অফিস/ তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
২।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩।	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহিতা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যম	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৪।	কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরী	২ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৫।	কার্যসম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৬।	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের পরামর্শ/ প্রতিনিধিত্ব, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এর বিবরণ।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৭।	কোন বোর্ড, কাউন্সিল কমিটি বা অন্য কোন বডি যাহা কর্তৃপক্ষের অংশ হিসাবে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি এবং অন্য সকল সংস্থার সভা ও সভার সিদ্ধান্ত।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

৮।	কর্তৃপক্ষের বাজেট এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, দপ্তরসমূহের বাজেট/সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ এবং প্রকৃত ব্যয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, স্থানীয় এলাকার বাজেট সংশ্লিষ্ট নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।
৯।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমাণের বিবরণ।	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১০।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত/গ্যারান্টেড কনসেশন, অনুদান, পারমিট/ লাইসেন্স, বরাদ্দ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাদের বিবরণ (প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবরণসহ)	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১১।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে সহজলভ্য এবং উহার নিকট রক্ষিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত ELECTRONIC FORM/ ধরন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৬ মাস	ওয়েবসাইট/বিনা মূল্যে সরবরাহ।
১২।	নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিবরণ, জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত লাইব্রেরি/পড়ার কক্ষের কার্য ঘণ্টা ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/ গণমাধ্যম ইত্যাদি।

তফসিল-২
[প্রবিধান ৩(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১।	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী এবং অন্যান্য তথ্যাদি।	২ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/ গণমাধ্যম।
২।	আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	২ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেটে।
৩।	তথ্য কমিশন এবং কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	১ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেটে।
৪।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল আবেদন পত্রের একটি অনুলিপি, যাহার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :- (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হইয়াছে তাহার নাম (খ) ডকুমেন্টের অনুরোধ (গ) অনুরোধের তারিখ	আবেদন প্রাপ্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে	গৃহীত আবেদন পত্রের একটি কপি প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিট, ইন্টারনেটে অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকিবে।
৫।	সরকার, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত — (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্তকাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদকাল ইত্যাদি।	চুক্তি সম্পাদন/ কার্যাদেশ প্রদানের পর	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হইবে সে এলাকার এমন সব স্থানে, যাহা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় যেমন, গণগ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এই ধরনের অন্য স্থান।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে
নেপাল চন্দ্র সরকার
সচিব।
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। Web site: www.bgpress.gov.bd

সংযোজনী-২

যে সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশে বাধ্য নয় (ধারা ৭)

ক্ষেত্র	উদাহরণ/ব্যাখ্যা
১) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এমন তথ্য	বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সমরাস্ত্র মজুদ-সংক্রান্ত তথ্য, বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান-সংক্রান্ত তথ্য, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সমরাস্ত্র আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য
২) পররাষ্ট্র নীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন তথ্য	দুটি দেশের মধ্যে সম্পাদিত প্রতিরক্ষা চুক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভোটপ্রদান-সংক্রান্ত তথ্য
৩) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য	রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সরবরাহকৃত একান্ত গোপনীয় কোনো তথ্য
৪) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য	বিশেষ কোনো পণ্য তৈরির পদ্ধতি
৫) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য: আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন-সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি-সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য	বাজারে শেয়ার ছাড়ার আগে মূল্য জানিয়ে দেয়া
৬) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বাড়তে পারে এমন তথ্য	পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানের আগাম তথ্য
৭) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হতে পারে এমন তথ্য	কোনো সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে সে ব্যাপারে তথ্য দিতে বাধ্য নয়।

ক্ষেত্র	উদাহরণ/ব্যাখ্যা
৮) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য	রোগীর প্রেসক্রিপশন/চিকিৎসাপত্র, ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব, ব্যক্তির আয়কর হিসাব
৯) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এমন তথ্য	হুমকি সম্মুখীন হয়েছেন এমন ব্যক্তির সফরসূচি
১০) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য	পুলিশ/অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সোর্স ডিজিটাল নিরাপত্তা, ২০১৮-এর ৪৭(২) ধারা অনুযায়ী, ডিজিটাল অপরাধের তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারী তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করবে।
১১) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এমন তথ্য	আদালত যদি কোনো বিষয়ে তা বিচারাধীন হোক বা না হোক গোপন রাখার নির্দেশ দেন তাহলে সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করা যাবে না।
১২) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে	তদন্তাধীন কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিলে আসামিরা মামলার আলামত নষ্ট করে ফেলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামলূক নয়।
১৩) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেপ্তার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্য	এজাহারভুক্ত আসামির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিলে আসামি পালিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।
১৪) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য	সরকারি কোনো প্রেসনোট যা নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রকাশযোগ্য নয়।
১৫) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এমন কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য	কোনো কোম্পানি তার নতুন পণ্য সম্পর্কে কোনো গবেষণা করলে সে বিষয়ে তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধ্যতা নেই।
১৬) কোনো কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার আগে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম-সংক্রান্ত কোনো তথ্য	সরকারি অফিসে কোনো যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। যথাযথ পদ্ধতিতে দরপত্রগুলো খোলার আগে তথ্য সরবরাহ করলে তা স্বচ্ছতা নষ্ট করে।
১৭) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য	আমাদের সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ ও এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তির কথা বলা আছে। সেখানে বলা হয়েছে-

ক্ষেত্র	উদাহরণ/ব্যাখ্যা
	৭৮ (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। (২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর ওপর সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে, তিনি সকল ক্ষমতা-প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না। (৩) সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না। (৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না। (৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিগুলোর এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
১৮) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য	কোন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব কোন ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন
১৯) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য	পাবলিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের নম্বর সম্পর্কিত কোনো আগাম তথ্য পাওয়া যাবে না।
২০) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং এরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত কোনো তথ্য তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর কারণসহ প্রকাশ যোগ্য হবে। তবে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে হলে তথ্য কমিশনের অনুমতি নিতে হবে।

তফসিল

(ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ
(১)	(২)
১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২।	ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪।	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮।	র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

সংযোজনী-৪

আইনের ২ (খ) ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো :

আইনে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ	উদাহরণ
১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা	জাতীয় সংসদ (অনুচ্ছেদ ৬৫) সুপ্রিম কোর্ট (অনুচ্ছেদ ৯৪) নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭) সরকারি কর্ম-কমিশন (অনুচ্ছেদ ১৩৭)
২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়	সব মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং এগুলোর অধীন সব বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়গুলো
৩) কোনো আইন দ্বারা বা এর অধীন গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪) বাংলাদেশ ব্যাংক (পিও নং ১২৭, ১৯৭২)বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮)
৪) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এমপিওভুক্ত কলেজ
৫) বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	ব্র্যাক টিআইবি
৬) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	যুক্তরাজ্যের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফুটমুরা কেমিক্যাল (পাট থেকে পলিমার ব্যাগ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে) জাপানি প্রতিষ্ঠান ওএসজেআই (সেতুর টোল আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়)
৭) সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি ব্যাংকসমূহ

সংযোজনী-৫

ফরম 'ক'
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
....,
.... (নাম ও পদবী)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
বর্তমান ঠিকানা : ....
স্থায়ী ঠিকানা : ....
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

২. কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : ....

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) : ....

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

সংযোজনী-৬

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা :-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্যের বিবরণ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সচিব

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,

.... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ....
২.	আপীলের তারিখ	: ....
৩.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	: ....
৪.	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: ....
৫.	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: ....
৬.	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: ....
৭.	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: ....
৮.	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: ....
৯.	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....।

১. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ : ....

৩. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : ....

৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : ....

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : ....

৭. অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৭৭/২০১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়,
পিতা: উৎপল রায়,
ঠিকানা: প্রথম আলোর সাভার
কার্যালয়, বি-৯৪, সাভার বাজাররোড,
উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপসচিব,প্রশাসন-৪ অধিশাখা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা

২) জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম মোল্লা
যুগ্ম পরিচালক(সার)
বিএডিসি,ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ২৯-১০-২০১৮ ইং)

অভিযোগকারী ২৫-০২-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) গত ১১-০২-২০১৮ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার আটের পাতায় "বিএডিসির জমি ইজারা নিয়ে দোকান তুলে ভাড়া" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

খ) ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকলে কার বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রমাণসহ তা জানতে চাই।

গ) ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে না থাকলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বিস্তারিত তা জানতে চাই।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৪-২০১৮ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১২-০৭-২০১৮ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৮-০৮-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তী ০৩-১০-২০১৮ তারিখ দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

৫। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্য ০৩-১০-২০১৮ তারিখ এর পরিবর্তে ১০-১০-২০১৮ তারিখ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশক্রমে সমন জারী করা হয়।

৬। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ হাজির। অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তী ২৯-১০-২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। আজ শুনানীতে অভিযোগকারী গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম মোল্লা, যুগ্ম পরিচালক(সার) বিএডিসি, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।

৭। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন যে, যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করার জন্য বলা হয় । কিন্তু অভিযোগকারী বিএডিসি থেকে তথ্য নেননি । তবে কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে যাচিত সকল তথ্য বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছেন মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন এবং তিনি অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মন্ত্রণালয় থেকে যাচিত তথ্যাদি বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হলেও অভিযোগকারী সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেননি । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীতে বলেছেন যে, যাচিত তথ্যাদি বিএডিসিতে সংরক্ষিত আছে । বিএডিসি এর পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে এবং বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএডিসি পরিচালিত হয় । তবে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএডিসি এর প্রতিনিধি হিসেবে যুগ্ম পরিচালক(সার) আজ শুনানীতে উপস্থিত । বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিএডিসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দেন । বিএডিসি এর জমিতে ইজারাদারগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত স্থাপনা তৈরী করে ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ থাকায় এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিএডিসি এর কার্যক্রম তদারকীর প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে এই মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হয়ে না যায় । কাজেই বিএডিসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে ।

সিদ্ধান্ত

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যাদি বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম কে নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	(মরতুজা আহমদ)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী, এখানে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে কাজে আসতে পারে, সাংবাদিকরা কীভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইবেন, না পেলে কী করবেন, তথ্য পেতে সর্বোচ্চ কত সময় লাগতে পারে - এমন প্রায়োগিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এই নির্দেশিকায়। প্রচলিত আইনে যেখানে তথ্য পাওয়া কঠিন, সেখানে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সাংবাদিকদের জন্য বড় রক্ষাকবচ, তা-ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশদভাবে।

ISBN 978-984-34-6991-5
9 789843 469915 >